প্রভু পরিচয়।

(সম্পূর্ণ)।

মনেয়াবাদ নিবাসী—

শাহ আবদুল জলীল শিকদার

প্রণীত।

বরকল নিবাসী—

এম আবদুল মজিদ চৌধুরীর দ্বারা

প্রকাশিত।

৩য় সংস্করণ।

১৩৪১ হিজরী ও ১৩৩০ বাং ও ১২৮৫ মঘী

ও ১৯২৩ ইং।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

ভূমিকা।

প্রভু প্রিয়তম নবীর অবয়ব নায়েব গৌছ জাহাঁগীর হজরত মোহাম্মদ আবদুল হাই শাহ সাহেব রাহমতুল্লা আলাইহে পৈতৃক জাহাঁগীরি গাদি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে শরিয়ত তরিকত সহযোগে সার প্রেম সুরা দানে খোদা রছুলের সুপন্থ শিক্ষা দিয়া গুপ্ত ব্যক্তে সংসার শাসন করেন। ঐ পন্থিক প্রেমিকগণ খোদা, রছুল, পীর পরিচয় দর্শন পাইতে দিশা হারা না হয় মত যাহাতে প্রেমের ধর্ম্মের উন্নতি উপায় এবং তরিকতি পন্থ উদ্দেশ সহজে হয় অথবা গুপ্ত ব্যক্ত ভেদ মর্ম্ম হিতাহিত যেন জ্ঞান পায় হেন প্রণালী প্রভু পরিচয় পুস্তিকা অধিন অধম খাদেম দ্বারায় রচনা করায়েন। তাহা তিনি মুরিদানসহ দায়েরা পোশকতায় শ্রবণ পূর্ব্বক খোদা, রছুল, পীরের প্রেমোন্নতি আনন্দ লাভ করিতেন ও করাইতেন তাহান সুদরবারে স্বদেশী বিদেশী বেশুমার লোক উপস্থিতে সুউপদেশ আশীর্ব্বাদ লইতে সভায় প্রকাশ করিতেন উক্ত প্রভু পরিচয়ের বিবরণ উক্তি দ্বারায় মারেফত, হাকিকতি গুরুতর বিষয় খোঁজ প্রাপ্ত হইয়াছেন যে ব্যক্তি ঐ পুস্তিকা তেলাওত স্বরূপ নিয়ত পাঠক্রমে নতুবা শ্রবণ করিয়া ভাবনা দ্বারায় প্রভু গুপ্ত ব্যক্ত বিষয় খোজ করিবে সে ব্যক্তি খোদা, রসুল, পীর পরিচয় এবং বাঞ্ছা সিদ্ধি পাইবে ইহা হইতে লোকের বড় উপাধিক উপকারী দুল্লভ বস্তু সংসারে আর কি আছে এরূপ বারম্বার বলিতেন তাহা শুনিয়া লোকে উহা করায় সুপ্রতিফল লাভ করিয়াছেন অপ্রকাশ নহে, সে জন্যই লোকের হিতার্থে উক্ত পুস্তিকা পারদর্শনে পরিপূর্ণ করিয়া তাহার এ বৃত্তান্ত জানাইলাম। ইতি—১৩৪১ হিজরী ১৩৩০ বাংলা,

আল্ কাদেরি ওল চিস্তি ওল জাহাঁগীরি

খাদেম—শ্রীআবদুল জলীল।

সূচীপত্র।

প্রভু পরিচয়।

(সম্পূর্ণ)।

মনেয়াবাদ নিবাসী—

শাহ আবদুল জলীল শিকদার

প্রণীত।

বরকল নিবাসী—

এম আবদুল মজিদ চৌধুরীর দ্বারা

প্রকাশিত।

৩য় সংস্করণ।

১৩৪১ হিজরী ও ১৩৩০ বাং ও ১২৮৫ মঘী

ও ১৯২৩ ইং।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

ভূমিকা।

প্রভু প্রিয়তম নবীর অবয়ব নায়েব গৌছ জাহাঁগীর হজরত মোহাম্মদ আবদুল হাই শাহ সাহেব রাহমতুল্লা আলাইহে পৈতৃক জাহাঁগীরি গাদি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে শরিয়ত তরিকত সহযোগে সার প্রেম সুরা দানে খোদা রছুলের সুপন্থ শিক্ষা দিয়া গুপ্ত ব্যক্তে সংসার শাসন করেন। ঐ পন্থিক প্রেমিকগণ খোদা, রছুল, পীর পরিচয় দর্শন পাইতে দিশা হারা না হয় মত যাহাতে প্রেমের ধর্ম্মের উন্নতি উপায় এবং তরিকতি পন্থ উদ্দেশ সহজে হয় অথবা গুপ্ত ব্যক্ত ভেদ মর্ম্ম হিতাহিত যেন জ্ঞান পায় হেন প্রণালী প্রভু পরিচয় পুস্তিকা অধিন অধম খাদেম দ্বারায় রচনা করায়েন। তাহা তিনি মুরিদানসহ দায়েরা পোশকতায় শ্রবণ পূর্ব্বক খোদা, রছুল, পীরের প্রেমোন্নতি আনন্দ লাভ করিতেন ও করাইতেন তাহান সুদরবারে স্বদেশী বিদেশী বেশুমার লোক উপস্থিতে সুউপদেশ আশীর্ব্বাদ লইতে সভায় প্রকাশ করিতেন উক্ত প্রভু পরিচয়ের বিবরণ উক্তি দ্বারায় মারেফত, হাকিকতি গুরুতর বিষয় খোঁজ প্রাপ্ত হইয়াছেন যে ব্যক্তি ঐ পুস্তিকা তেলাওত স্বরূপ নিয়ত পাঠক্রমে নতুবা শ্রবণ করিয়া ভাবনা দ্বারায় প্রভু গুপ্ত ব্যক্ত বিষয় খোজ করিবে সে ব্যক্তি খোদা, রসুল, পীর পরিচয় এবং বাঞ্ছা সিদ্ধি পাইবে ইহা হইতে লোকের বড় উপাধিক উপকারী দুল্লভ বস্তু সংসারে আর কি আছে এরূপ বারম্বার বলিতেন তাহা শুনিয়া লোকে উহা করায় সুপ্রতিফল লাভ করিয়াছেন অপ্রকাশ নহে, সে জন্যই লোকের হিতার্থে উক্ত পুস্তিকা পারদর্শনে পরিপূর্ণ করিয়া তাহার এ বৃত্তান্ত জানাইলাম। ইতি—১৩৪১ হিজরী ১৩৩০ বাংলা,

আল্ কাদেরি ওল চিস্তি ওল জাহাঁগীরি

খাদেম—শ্রীআবদুল জলীল।

সূচীপত্র।

প্রভু পরিচয়।

উপরিস্থ স্মরণ প্রশংসা বিবরণ।

প্রথমেতে ত্রিজগত সৃজন যাহার। যত ইতি স্তুতি ভক্তি করি বারে বার॥ কহি সার নাই আর বিনে এক ঈশ্বর। গুপ্ত ব্যক্তে কোন মতে নাহিক দোসর॥ নিজাকার এসংসার এসব মুরত। জাতে জাত নানা মত করে শতে শত॥ সে অরূপ জাতিরূপ লইয়া খেলয়। কেহ কার সমশ্বর একরূপ নয়॥ স্বজাত একেরূপ অনেকে গুপ্ত থাকি তায়। হাবা আদম নানা রকম. ব্যক্ত নাম আনয়॥ যবে ছিল সৃষ্টিকুল অঙ্কুর একে এক। এবে বৃদ্ধি পাই যদি হইল অনেক॥ সর্ব্বমতে প্রভু তাতে কেমন ব্যাপিত। দুগ্ধে যেন ননী হেন আছেন মিশ্রিত॥ সৃজি তিনি দুঃখী ধনী জীব জন্তুগণ। মিত্র বৈরী হিংসা ছাড়ি করেন পালন॥ ঠামে ঠামে সুনিয়মে চালায় সংসার। কি সন্ধানে যম সানে করেন সংহার॥ ভাবি যারে জ্ঞান ফিরে বুদ্ধি হয় স্তব্ধ। কি প্রকারে কহি তারে নিস্বরেনা

শব্দ ॥ নিরঞ্জন সৃষ্টিগণ যে নবী কারণ। নিজ ভাবি প্রেমে ডুবি করিল সৃজন ॥ তান দুই পদে মুই পাঠাই দরূদ। শতে শতে প্রণিপাতে করম অস্তুদ ॥ ছাহেবাগণ যে নূরীতন ইমামং সহিতে। কিওস্তাদ পীরপদ রহিছি বন্দিতে ॥ জন্মকর্ত্তা মাতা পিতা মুরব্বি চরণ। ভূমিগতে দণ্ডবতে করিয়ে সেবন ॥ ক্ষমাশীল সুশীতল সুহৃদ সুজনা। মুখ্য গুরু কিবা চারু কুতুব মৌলানা ॥ হজরত মোহাম্মদ আবদুল হাই। হেন মত প্রভুভক্ত ত্রিভুবনে নাই ॥ গুরু মানি পদখানি চুম্বিনু যখন। অচেতনু মোর মন করিল চেতন ॥ ধন্য ধন্য গুরু হেন ধন্য মাতা পিতা যার সনে দরশনে খণ্ডে মন বাথা ॥ পুত্র যেন পিতা হেন আলেম প্রধান। হজরত সেখ শাহ মোখলছের রহমান। চট্টগ্রাম জিলা নাম থানা সাতকানিয়া। তদান্তরে বাস করে যে সোনাকানিয়া ॥ মির্জাখিল রাষ্ট্র ভেল সেই দেশে গেলে। তানার পায় সেবনায় মন বাঞ্ছা মিলে ॥ জলিলের পয়ার অল্প অতি মর্ম্মে বস। রসিকের রস বড় আনের কর্কশ *

রচনা বিবরণ।

লোক কত মোর মতে, আসিলেন হেদায়তে, গুরু মোর দেখিয়া সুজন। ছুফিয়া তরিকা লই, তাল রবে মগ্ন হই, ধ্যান ধরি ভাবে নিরঞ্জন ॥ প্রভু ভিন্ন কিছু নাই, গুরু হন্তে তাহা পাই, করি সবে তা সব ভাবনা। আর গুরু ভাবি মনে, লক্ষ্য নাই গুরু বিনে, সাধিতেই মুসার কামনা।

নারীলোক কত গুলি, লই সে গুরুর ধুলি, শিক্ষা হ'ল প্রভুর জিকির। মোথালেব মৌলবী যত, শুনি তাহা চমকিত, ভাবে তাদের হবে কি ফিকির॥ নীরব থাকয় যদি, একে একে লোক আদি, শিষ্য করলে তাকে না মানিবে। করল্ তানা এই যুক্তি, নিষেধ ঐ সব উক্তি, কহি লোক ফিরাই রাখিবে॥ সে বাক্যে বেকুব যত, করি নিজ বশীভুত, প্রবোধিলা মানা সেই কাম। নাবুঝি বেকুবে বলে, দেখি নাই কোন কালে, একি মস্তামস্তি ধুমধাম॥ এ মৌলবী না কহিল পোস্তা পোস্তি না শুনিল, মোরা কেন সেমত চলিব। তাদের মৌলবী লই, নিন্দে আমা সকলই, কহিলে সে পুস্তক বাড়িব নিন্দা চর্চ্চা কি গৌরব, যেবা করে সেই সব, কোন কালে না পায় কল্যাণ। মন্দে মন্দ ভালে ভাল, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফল যোগ্যমতে বিধাতা ঘটান॥ বিচারিলাম নানা ঠাঁই, মারেফতে মানা নাই, গান বাজানা নারীর তলকিন। দেখনা নারীর গায়, চিকিৎসিতে বেদনায়, আনে বৈদ্য পুরুষ প্রবীণ॥ ব্যাধি স্থান দেখাইয়া, নতু শিরা ধরাইয়া, চিকিৎসাও করায় যখন। মন ব্যাধি পাপ নাশ, করিতে গুরুর পাশ, না যাইতে দেখিনা কারণ॥ তামাসা নিজ্জাতে হারাম, সে দলিল না পাইলাম, হারাম যোগে হারাম পাওয়া যায়। যেন মূত্রে হারাম পানি, সরবত পিয়ে দিয়ে চিনি, শুধু জলে তৃষ্ণাও পুরায়॥ হেন গান বাজনা কাম, কুপ্রেমে মজিলে হারাম, সুপ্রেমে মজিলে জাএজ পাই। মন সাধে মাত্র যাহা, মোবাহাতে গণ্য তাহা, তাতে কোন পাপ পুণ্য নাই॥ মৌলবী যে রিয়াকার, মর্ম্ম

না খাটিবে তায়, আয় ব্যয় না সারিবে গুণি। মনে মানে মুখে কহে, বলি মাত্র দ্বন্দ্বে রহে সেই পন্থে নিজে চলে পুনি নিজ্জাতে সাধনা নাই, নাছাড়ে নিজের বড়াই, তলকিন করায় সবিশেষ। অনুদ্দেশী লোকে পন্থ, চিনাইতে কি পারেন্ত, সে জানেনা পন্থের উদ্দেশ॥ যেন কিনা হজের ন্যায়, পুণ্য বিনা হজ নাপায়, ঐ তলকিনে সাধনা কি হয়। কামেল ছুফীর হ'তে, তলকিন হইলে তাতে, সে শিষ্যের সুসার মিলয়॥ ছুফী গুরুর পন্থ ধরি, বর্জ্জখ সারথি করি, তরিকার পন্থিক সকল। প্রভু দিকে নাই গেলে, অন্য মতে শির কুটীলে, না হইবে সাধনা মঙ্গল॥ খলিল প্রতিমা ছুরত, স্বভাব তান ভাঙ্গে মূরত, প্রভু চিহ্ন নিজ অঙ্গে দেখায়। বর্জ্জখ সে তুনি ন্যায়, গুপ্ত দেখায় সে লুকায়, বুঝ এবে কি বাঞ্ছা যোগায়॥ নির্ব্বোধ মৌলবী তাতে, নারীর দেখা গুরুর সাথে, মানা বলি বেকুব মানায়। কিছু নাই প্রভু ভিন্ন, যেবা কহে সেই জন, কাফের হবে বলি সে শুনায়॥ তাদের সে দুর্ব্বচন, আমরা কি অন্য জন, শুনি যেন নহে মন্দ ভাব। আর তরিকতি জন, সার পন্থে আগমন, করিলে হইত তার লাভ॥ পারস্য কেতাব চারু, বাঙ্গালা করিতে গুরু, আদেশিল অধীনের প্রতি মুই অল্প বিদ্যা বুদ্ধি, কি জানি রচনা শুদ্ধি, ভাবি প্রভু বিনে নাই গতি *

কাব্য বিবরণ।

তরিকা ছুফীর, কিবা পীরান পীর, মীর আবুল্ উলা সাহেব। আহারারি হোসেনি, আছিলেক তিনি, কেমন রছুল নায়েব॥ ফকিরী রেসালা, যে মর্ম্মে কহিলা, সে মর্ম্মে রচিতে চাই। করিয়া সঙ্কেতে, সরস কহিতে, মম হেন শক্তি নাই॥ গুরুর কৃপায়, প্রভুকে উপায়, হৃদয় ভাবিয়া সার। জানি কি না জানি, কহিব কাহিনী, প্রভু দিকে যাইবার॥ সেই পন্থ ধরি, যাব ঘুরি ঘুরি, যেহেন না ঘটে দশা। ক্ষমি অপরাধ সবে আশীর্ব্বাদ, কর পূর্ণ হ'তে আশা॥ প্রভু পরিচয়, পুঁথির নাম হয়, যদি সে অশুদ্ধ হয়। যেবা গুণিগণ, করয় শোধন, তবু নিন্দা না করয়॥ সালাম আমার, লও সবাকার, পত্যুত্তর আশা ধরি। পরিচয় মতে, আশীর্ব্বাদ দিতে, ঠিকানা প্রচার করি॥ গুরুর থানা জিলা, কি দেশ সুফলা, রাষ্ট্র বাজালিয়া বলি। সেমনেয়াবাদ, পায় ধন্যবাদ, সিকদার রুস্তম আলী॥ তথাতে বসতি, তাঁহান সন্ততি, আবদুল জলিল হীন। রচিল পয়ার, ঘুচি অন্ধকার, পাইতে প্রভুর চিন*

কর্ম্মাদিতে বিনাশ হওয়ার বিবরণ।

প্রভু পরিচয় পন্থ যেবা উদ্দেশিবে। প্রথমেই চেষ্টা তার আবশ্যক হবে॥ চেষ্টা মূলে সৃষ্টি কুলে বিনাশ হইলে। সে পায় মহত্ব পদ নিরঞ্জন মিলে॥ ফকীরে ফনার কার্য্যে যতই

থাকিবে। প্রভুয়ে পদবী তার উন্নতি করিবে॥ ফনা শব্দ আরবী বিনাশ বাঙ্গালায়। বলে যারে এতিন প্রকার আছে তায়॥ প্রথমে বিনাশ কর্ম্মে জানিবা নিশ্চয়। দ্বিতীয়ে বিনাশ গুণে হইবারে হয়॥ তৃতীয় বিনাশ কায় হইতে হইবে। এক এক বিবরণ কহি শুন সবে॥ প্রথমে যতেক কর্ম্ম বিনাশ বর্ণন। কেতাবে রহস্য যেন কর অবধান॥ নড়া চড়া ভাবের যত কার্য্য সৃষ্টিয়ান। সক্ষমে করয় হেন করে অনুমান॥ এপন্থিক তাহা হ'তে হইয়া বাহির। সব কার্য্য প্রভু করে মন কর স্থির॥ হস্তে কুঞ্জি দিতালায় সিন্ধুক খোলেন। আর মৃত জন অন্যে স্নান করায়েন॥ কুঞ্জি কার্য্য হস্তের প্রতি মৃতে কার্য্যে আন। নির্ভর হইল যেন নাহিক এড়ান॥ সেই বুঝে সব কার্য্য ভাবি নিরন্তর। প্রভু করে প্রভু প্রতি করহ নির্ভর॥ প্রভু প্রতি নির্ভর যে না করে সেমতে। মোশরেক কোফর তাকে বলে তরিকাতে॥ জন্ম দিনে কিবা ব্যাধে দানা ফাঁদে দিল। আদম নামের পাখী তাহাতে ধরিল॥ পুণ্য আজ্ঞা পাপ মানা করিয়া তাহারে। নর বংশ বাড়াইতে ছাড়িল সংসারে॥ শুভাশুভ সব কার্য্য প্রভুয়ে ঘটায়। আদমকি সৃষ্টি সব রাখি বাহানায়॥ যেন প্রিয়া ভুরূসানে কটাক্ষ হানয়। সংসারে ভুরূর মাত্র দুর্ণাম করয় *

গুণাদিতে বিনাশ হওয়ার বিবরণ।

দ্বিতীয়ে বিনাশ গুণে হওয়া বিবরণ। গুণ বলে শ্রবণ শুনন যে দেখন॥ বাক্য ইচ্ছা আর যত কার্য্য সেইরূপ।

তাহা সব গুণে গণ্য জানহ স্বরূপ ॥ সেই সব হয় নিজ কিম্বা অন্য সানে। হেন জ্ঞান ছাড়িবেন এপন্থিক জনে ॥ তাহাই প্রভুর হয় জান নিশ্চয়। সৃষ্টিকুলে করে মাত্র ঘোষণা আছয় প্রভু নিজ মুখ কর্ণ প্রকার্ণ বিহনে। সর্ব্ব মুখে কহে কথা সর্ব্ব কাণে শুনে ॥ চিত্ত বা নয়ন তিনি রাখেনা আপনে। সব চক্ষে দেখে কিবা সব চিত্তে জানে ॥ ইহাতে গুণের কার্য্য প্রভুকে নির্ভর। নাকরে যে মোস্‌রেক সে এপক্ষ গোচর ॥ সিরিক লই সে এক অপূর্ব্ব কাহিনী। স্বপ্নে কিবা এল্‌হামে হ'ল জানাজানি ॥ কেতাবে রহস্য হয় শুন সে প্রসঙ্গ পদবী উজ্জ্বল যার যেহেন ময়ঙ্গ ॥ সে সোলতান বায়েজিদ বোস্তামি যখন। এসংসার ছাড়ি সার সংসারে গেলেন ॥ প্রভুর জিম্মায় তানে এই জিজ্ঞাসিলা। আমার গোচরে তুমি কি লই আসিলা ॥ তৌহিদ আনিছি তিনি দিল পহুত্তর। তৌহিদ বলেন কারে শুন সে খবর ॥ এক মহা প্রভু তান নাই সমতুল। তিনি ভিন্ন কিছু নাই সর্ব্বত্রে সে মূল ॥ তান আজ্ঞা বিনে এক ধুলা নাহি নড়ে। সৃষ্টির ভঙ্গিমা সানে সব তিনি করে ॥ তাহাতে সন্দেহ বিনা নিশ্চয় জানন। কহিলাম জান সেই তৌহিদ লক্ষণ ॥ তুচ্ছতার মতে তানে পুনঃ জিজ্ঞাসিলা এই নাকি তৌহিদ আনি গৌরবে কহিলা ॥ এক রাত্রে হয় তোমা উদরে কামড়ি। দুগ্ধ পানে হইয়াছে ধারনাই করি ॥ লোক জিজ্ঞাসায় তুমি হেন কহিছিলা। পেট ব্যথা দুগ্ধ প্রতি নির্ভর করিলা ॥ বেদনা প্রভুর প্রতি না করি নির্ভর। সে তৌহিদ আনি নাকি দাও পহুত্তর ॥ মহাপদ পায় যেবা প্রভুর

নিকট। এক কথা লই তান হইল সঙ্কট। তদ্রূপ দশায় লোক বহুত আছয়। কি বিপদ ঘটে তাহা প্রভুয়ে জানয়॥ ঐরূপ বিষয় প্রভু করিছে ফর্ম্মান। পড়িয়া শুনিয়া বুঝ আয়িতে কোরাণ॥ "অমাযুমেনু আক্‌ছেরুহুম বিল্লাহে। ইল্লা অ হুম মোস্‌রেকুন" অর্থ এই তাহে॥ প্রভু প্রতি ঈমান আনিল যত ইতি। তাতে বহু মোসরেক হইল পাপমতি॥ নাকরে যে আমি তুমি নিয়ম বিনাশ। সে মর্দ্দুদ মোনাফেক হয় প্রভু পাশ॥ দরবেশ হইতে না পারিবে কদাচন। শুণেতে বিনাশ বাণী হ'ল সমাপন *

কায়া-আদিতে বিনাশ হওয়ার বিবরণ।

তৃতীয়ে বিনাশ কায়ে শুন সে কথন। যে সুহৃদ এই পন্থে করিবে গমন॥ তার কিবা যত ইতি সৃষ্টিকুল কায়। প্রভু জাত জ্ঞান করি প্রভু চিনন চায়॥ নৈরাকার এপ্রকার ছুরত মূরত। নিজ জাতে কি সাজ লই হইল বেকত॥ সব তিনি হইতে হয় ভিন্ন কিছু নাই। কি সাজিল আপে এক প্রমাণ যোগাই॥ এ "ওহুয়া মায়াকুম" আয়তের অর্থ। প্রভু সব সঙ্গে আছে জানি লও তত্ত্ব॥ সর্ব্বস্থানে প্রভু কি সুন্দর চমকায়। সে সব দরশন সব যোগ্যতা না হয়॥ আমাদের পয়গাম্বর আলাহিস্‌সালাম। কহে প্রভু চিনিতেই হাদিছ কালাম "মন আরফা নফ্‌সহু" আপন যে চিনে। "ফকাদ্ আরফা রব্বহু" সে ঈশ্বর চিনে॥ আরিই "আরফ্‌তা রব্বি বেরব্বি"

কহিল। আমি প্রভু ভাবনায় প্রভুকে চিনিল॥ সে আয়ত হাদিছের অর্থ যে প্রকার। ভাবি দেখ সার বাণী করিছি প্রচার॥ সে মতে যে বিনাশ আপন না করিবে। প্রভু কি পাইবে প্রভুর গন্ধ না পাইবে॥ জ্ঞান মারেকত আর বিনাশ বিষয়। কি নিয়ম আছে হেন চলিবারে হয়॥ চলিলে প্রাচীন আর সিদ্ধান্তই হওয়া। সিদ্ধি হবে, বাঞ্ছা কিবা প্রভু দিকে যাওয়া॥ নিয়ম সে এই হয় যত সৃষ্টিগণ। সমস্তই জ্ঞান করা একই দর্পণ॥ মন ভাবনায় নিত্য ভাবিলে তথায়। প্রভুর ছুরত সদা দেখিবারে পায়॥ দর্পণ কি তাহা জানা হয় গুরু-হস্তে। গুরু বিনা সাধ্য নাই ভ্রমণ সে পন্থে॥ উহা কি সুপ্রাণি নিজ প্রিয়তমা মুখ। দর্পণে দরশনে যার খণ্ডিগেল দুঃখ॥ বিশেষই ভাবনায় নানা দ্রব্য যত। লইরে চমকে মিলে আস্বাদ বহুত॥ এতেক উন্নতি করি আসিবার পর। সৃষ্টিকুল ভাবি দেখি প্রভু জ্ঞানকর॥ নৈরাকার নিজ সব আকার প্রকারে। ব্যক্ত তাহা স্থির কর হৃদের মাঝারে॥ তিনি দেগে যাওয়া ভিন্ন নাই গর্যাহল। নাই ভিন্ন মসজিদ মন্দির সকল॥ দেখি চিনি যত ইতি ভাবুক ভাবিনী। ভিন্ন কোন কেহ নহে সর্ব্বস্থানে তিনি॥ জিকিরে ফিকিরে ধ্যানে ভাবনা এমত নিত্য করিবেন মন না ছুটে যেমত *

ফনা ফিল্লার বয়ান।

চেষ্টা অনুসন্ধানেই ফনা ফিল্লা হয়। রছুলে পীরেই ফনা তাহাতে নিলয়॥ আর যে বাহুল্য কথা ত্যাজিলে কহন। তবে বিধির ভাবে ব্যাপীবে আঁখি মন॥ ভাবনার শেষে নানা

আস্বাদ মিলিবে। সে উন্নতি করনান্তে আত্ম বিনাশিবে॥ তাহাতে বিনাশ সৃষ্টিকুল হইবেক। প্রভু জ্ঞান হ'লে গুপ্ত ধনী আসিবেক॥ ধনী এই এ ফকীর আপন হইতে। ছুটি হই আসিলেন কি সুন্দর পথে॥ তবে সে ফকীরে পাই নিজ পরিচয়। সৃষ্টি হওয়া কথা এই মনেতে ভাবয়॥ আমি ২ বলিতাম সে গেল কোথায়। বহু উদ্দেশিয়ে এবে নাপাই তাহায়॥ সেই ভাবনায় পুনঃ নিজ পাশরিবে। সর্ব্বস্ব সংসার সেও একই দেখিবে॥ সব না দেখার পর্দ্দা হইবে অন্তর। সিদ্ধা হ'ল পঁহুছিল প্রভুর গোচর॥ নিজে নিজে হইলেক ভাবুক ভাবিনী। সংসারেতে না রহিল ভিন্ন কোন খানি॥ এতকাল আমায় আমি জ্ঞানেতে ছিলাম। আমি কি সকলরূপে তুমি নাজানিলাম॥ আমি ভিন্ন জানা ছিল সেই সে কল্পনা। ভিন্ন কোন গন্ধ না পাইলাম প্রভু বিনা॥ এতেক ফকীরে জানি কামেল যে হয়। আরবীতে ফনা ফিল্লা তাহারে বলয়॥ কস্‌ফ যে একিন কিবা মারেফত দিন। গুপ্ত কিছু নারহিল সেহ'ল প্রাচীন॥ তপে জপে কি চিল্লায় মাত্র ছুফী নয়। ঐসব ভ্রমিলে সেই ব্যক্তি ছুফী হয়॥ বিধি কহিয়াছে ইহা জ্ঞান কর বহু। কুল্লে সায়ইন্, হালেকুন, ইল্লা অজহাহু॥ যাই। নিধন হই সব মুল অঝায়। অঝার নিধন নাই বুঝহ তাহায়॥ কুল্লে সায়ইন্ ইয়ারজেউ এলা আছ্‌লেহি। যথাহতে আসে তথা যাবে শুন কহি॥ তেহিসে ফকিরগণে দায়েরা করয়। আপনার সীমানায় বাইতে ভ্রময়॥ সীমানার নিয়া প্রভু দরশন দিতে। দোয়া মাগি এ পীরান পীরের সহিতে॥

যথায় যাইতে হয় নাহিক এড়ান। সজীবে গেলেই হবে সর্ব্বত্রে কল্যাণ॥ হেন ভাবনায় মনে জন্মিল উল্লাস। সদয় হইয়া প্রভু পূর্ণ কর আশ॥ জলিল মিনতি গুরু করিয়া শ্রবণ। দয়াকর প্রভু ভাবে হউক মরণ॥ পুস্তক সমাপ্ত হয় উনত্রিশ রমজানে। অষ্ট মাঘ বার শ বাষট্টি মঘী সনে *

তরিকতের নিয়মাদেশ।

গাউছে আজম ফর্ম্মান তরিকা বিষয়। কেতাবে লিখিছে এই জানিবা নিশ্চয়॥ প্রভু অনুসন্ধানে যে গমন করিবে। চেষ্টা পূর্ব্বক সরিয়তে প্রবৃত্ত থাকিবে॥ যে আজ্ঞা করিছে প্রভু কি তান হাবিব। জানিবে আপনা প্রতি ফরজ ওয়াজেব আপনার পীর মুর্সিদ কিবা সাধুগণ। যেমত চলিছে তানা চলিবে তেমন॥ ছুন্নত জমাত চারি মোজহাব প্রতি। বিশ্বাস রাখিবে তাতে স্থির করি মতি॥ প্রভু এবাদতে মন লাগাই রাখিবে। মন সাধে কুকাজে প্রবৃত্ত না হইবে॥ সব হ'তে আপনার উঠাইয়া মন। সুস্থিরে করিবে খোজ প্রভু নিরঞ্জন॥ আপদ বিপদ যাহা হয় উপস্থিত। সহ্য করি রবে জানি প্রভু নিয়োজিত॥ প্রভু অনুসন্ধানেই হেলা না করিবে। সাধ্যমতে এবাদতে প্রস্তুত থাকিবে॥ ইস্‌লামি দিনের বিদ্যা পাঠ করিবেন। নতু গুপ্ত ব্যক্ত পন্থ শিক্ষা লইবেন॥ প্রভুভক্ত ফকীর দরবেশ সভায়। শুভ জানি আসা যাওয়া করিতে জুয়ায়॥ বাদসাহি আমিরী কোন লোভ না রাখিবে। যদি উপৰ্জ্জয় মনে তাকে বিসৰ্জ্জিবে॥ সয়তানের কুপাঠ ফেরুবি

কার্য্য হইতে। প্রভুকাছে মাগিবে সদা বাঁচাই রাখিতে॥ প্রভু অনুগ্রহে পূর্ণ আশাই রাখিবে। হাসি মুখে মিষ্টবাক্যে আলাপ করিবে॥ মৌনরূপী থাকি বিধিকৃত কার্য্যোপর। বুদ্ধি দৌড়াইবে খোজ করবে নিরন্তর॥ পীর ভাই কি মুসলমান তালাপি করিবে দরিদ্র দুঃখীর প্রতি সদয় থাকিবে॥ সাধামতে হবে দান ধর্ম্ম ব্যবহারী। বখিলি নিঠুর কার্য্য সব দিবে ছাড়ি॥ হেলা দূর করি মনযোগে সবকাম। নিয়ম দস্তুরে শাসিবেক অবিশ্রাম॥ প্রভু রাজী যে দয়াতে সে সদয় হবে। প্রভুর নারাজি কার্য্যে বিবাদ করিবে॥ আদেশ করিতে গেলে সুকার্য্যে করিবে। পাপ মানায় দিন ধর্ম্মে মজবুত থাকিবে॥ বিবাদ ছাড়িবে ভাল রাখিবে স্বভাব। প্রভু ভেদ গুপ্ত রাখি করিবে সে লাভ যে কিছু করিবে দৃঢ়মতেই করিবে। প্রভু এক মনে ধ্যান সতত রাখিবে॥ কার্য্য কর্ম্ম যত সব প্রভুয়ে করয়। রাখিবেক হেন মত ধারনা হৃদয়॥ যেই করে নিরঞ্জনে তাতে রাজি রবে। পীর মুর্সিদের প্রেমে ডুবিয়া থাকিবে॥ সদা পীর মুর্সিদকে করিবেন ধ্যান। স্বসঙ্গে আছয় হেন আনিবেন জ্ঞান চিত্তের নয়নে পুনঃ তানে নিরক্ষিবে। অপর পীরের কিছু মনে না আনিবে॥ পীরের সাক্ষাতে মৃত আপন জানিবে। পীর লক্ষ্য বিনা কোথা কিছু না মাগিবে॥ আপনার পীর প্রতি আনিবে বিশ্বাস। সর্ব্বত্রে হিতৈষী তিনি রাখিবেন আশ মনান্তরে কোনই কল্পনা না রাখিবে। প্রভুর পিরীতি মাঝে স্নেহ বাড়াইবে॥ সৃষ্টির আশা হ'তে মুখ ফিরাই রাখিবে। প্রভু প্রতি পুরাপুরি ঈমান আনিবে॥ কাহার ভৎসনা প্রতি

ভয় না করিবে। শুদ্ধভাবে মনযোগে প্রভুকে ভাবিবে॥ আপনার নবী প্রতি রাখিবে পেয়ার। না করিবে দুর্ব্বচন মুখে ব্যবহার॥ মুসলমান লোক আদির ভালাই চাহিবে। আর পীর ভ্রাতা পরে আশীর্ব্বাদ দিবে॥ সম্মুখে বিমুখে রবে ভালাই চেষ্টায়। যে পর্য্যন্ত পার তাদের থাকিবে সেবায়॥ সব হ'তে নিজ তরিকার লোক প্রতি। বিশেষ এলাকা সাথে রাখিবে পিরীতি॥ কেতাব পড়িবে প্রায় নিজ তরিকার! বড় পীর রচিত কেতাব পড়িবেন আর॥ মজালেস চিছতিন ও ফতুহুল গায়েব। সে কেতাব রচিয়াছে বড় পীর সাহেব॥ আপনার তরিকতি লোকের মিলন। শুভ জানি মিলবে যাই কখনে কখন সেই সব ভিন্ন অন্য লোকের সহিত। তরিকার কথা না কহিবে কদাচিত॥ তরিকা যে নিন্দা করে তার সঙ্গে কবে। আলাপ কি উঠক বৈঠক না করিবে॥ যার আলাপনে মনে সন্দেহ জন্ময়। হেন জন হ'তে বাঁচি থাকিবে নিশ্চয়॥ অবিরত শুনিবেনা গান বাজন। মন্দ ভাবি নিন্দা নাকরিবে কদাচন॥ শুনিতে বাসনা যবে মনে উপর্জ্জিবে। শুদ্ধ তাতে মনযোগ হইয়া শুনিবে॥ ভালমতে কালামোল্লা তেলাওৎ করিবে তরিকার আদব দস্তুর মানি লিবে॥ আপন পীরের উপলক্ষই ব্যতীত। প্রভু দিকে যাইতে নারিবে কদাচিত॥ কায়া প্রাণে উপস্থিত পীরের সেবায়। পীর জীতা এ ধারণা রাখিবে সদায় ভাবি সেবি আপনাকে করি মৃত জ্ঞান। পীর মধ্যে ফনা হওয়া জানিবে প্রধান॥ বড় পীর সাহেব তরিকা নিরঞ্জন। নছিব করুক আমা সহ মিত্রগণ॥ আর তান বাসনায় রাখিতে সদায়। সেই দোয়া সর্ব্বজনে মাগিতে জুয়ায়॥ মহদ্দেছ আবদুল

হক মৌলানা খেয়লুবী। লিখিছে জব্দতুল আস্রার কেতাবে আরবী॥ বঙ্গীয়ে বুঝিতে পীরের হইল বাসনা। তাই করে বঙ্গভাষে জলিলে রচনা *

সু-উপদেশ গীত।

(১)

(ওপাগল মন, পরের কথা শুনিস্ না কখন)

পরের কথায় নাই লাভ, পরের কথায় নাই ভাব,
পরের কথা বলানাজুয়ায়।
নিজের বাগুরুর বাক্য, বিনে নাই কোন লক্ষ্য,
ভাবিলে আপন চিহ্ন পায়॥
মুর্শিদকে না ভজিলে, নিজ চিহ্ন না করিলে,
সে কি পায় মাওলা পরিচয়।
তাই গুরু জাহাঁগীর, জলীলে মানিয়া পীর,
নিজ চিহ্ন করিতে যুঝয়॥

---

(২)

(কর ভাবনা বন্ধু, লা ইলাহা ইল্লাহু)

প্রভু নিজনাম, জপি অবিশ্রাম, গুরুরদানানলে দিয়ে ফু। দীপ জ্বালিলে, রোসন হ'লে, তাতে দেখিবা প্রভু॥ বিধি নানা রঙ্গে, আছে সব সঙ্গে, দুগ্ধে ননী যেহেন মিশ্রিত। ঘুটিলে মাখন মত চিহ্ন পাইবা তবু॥ সৃষ্টিকুল করি, নানারূপ ধরি, প্রভু নিজে হইল বিদিত। যথা যাবে, তথা পাবে, ভিন্ন না পাবে কভু॥

সব এক আয়না, করিয়া ঠিকানা, ভাবুকে ভাবনা করলে

বহু। নিরঞ্জন দরশন বিমুখ হবে না কেহু ॥

---

(৩)

(ও মন তারে চিনস্‌নারে

দোকান করে প্রেমবাজারে, রসিক ডাকে আরে ঠারে ॥)

চিনস্‌নারে প্রেমিকের প্রেমসুরা দান করে।

খাই তারা মজা করে প্রাণ বিদরে সমচারে ॥

চিনস্‌নারে সে অন্তরে থাকি কেমন সুসার করে।

আদর করে দেখতে পারে রক্ষা করে এসংসারে ॥

---

(৪)

(আমি করি কি উপায়, মনতনের বিবাদে

পড়ি বৃথায় দিন যায় ॥)

সুকার্য্য জন্মিলে মনে, মঞ্জুরি যোগায় তনে,

সুসমে করিবে করি কুচক্রে ফেলায় ॥

আর দশ রিপু মিলি, অন্তরআনায় লাগায় কালী,

যেহেন আপন চিহ্ন আপনে না পায়।

যে নাচিনে আত্মজন, সে চিনে না নিরঞ্জন,

রসুলের বাক্য কভু খণ্ডন না যায় ॥

প্রভু নাম অগ্র ধরি, শত্রুকে সংহার করি,

[illegible] ॥

অহে রে জলীলে কেন, দেখনারে সে দর্পণ,
তাতে প্রভু চিনি পাপী মুক্ত হই যায় ॥

---

(৫)

(এভাঙ্গা নৌকায়, মাঝি বিনে দেখি না উপায় ॥)
মাঝি সাধুজন, সে চিনে আপন, তার চিহ্নে প্রভু পায়।
থাকুতে সময় দিন, লও আপন চিন, ভাটীর নৌকা না উজায় ॥
গভীর বালুচর, থরে থরে ডর, মোহাম্মদি খারি তায়।
প্রাচীন মাঝি লই, বাহিলে গলই, আমানে পার হই যায় ॥
তাও না বুঝিয়া, বেমোহাম্মদীয়া, খারি দিয়া বেবা বায়।
অচিন মাঝি হ'লে, বিপাকে পাইলে, জীবন রাখা বড় দায় ॥
মাঝি জাহাঁগীর, খারির বাহির, সিন্ধুর পারি সে জোগায়।
জলীল হীনদাস, পাইয়া বিশ্বাস, ধরি রৈছে মাঝির পায় ॥

---

(৬)

(বেচেষ্টায় রৈলা কি কারণ।
দমে দমে কমের এজীবন রে মন ॥)
চেষ্টায় মিলে ভাগ্যফল, বেচেষ্টায় পায় কি জল,
নিষ্কর্ম্মের ধন আফছোছে থাকন রে মন ॥
লাভেরি বাণিজ্যে আসি, আসল খাও বসি বসি,
কি দিয়া বুঝ দিবা মহাজন, রে মন ॥
জাহাঁগীরের পন্থ ধরি, সার জলীল তাড়াতাড়ি,
মিছা জীবন রবে কতক্ষণ, রে মন ॥

(৭)

(মন কেন হইয়াছ রিপুর বশ।
বিষয় বিষে ধ্বংসিল কায় গেলনা অলস ॥)

রিপুগণের সঙ্গে মিলি, ভবের মিছা কাজেগো ভুলি, কর মিছা যশ। সঙ্কটে ফেলিয়া সব হইবে বিবশ ॥

হেলায় কাট দিন এখনি, দিন গেলে কি আসবে গো পুনিঃ, মিলবে না বয়স। ত্রৈকালে ভুগিতে হবে দুঃখ অপযশ ॥

রিপুর বশে রৈলে জলীল, জাহাঁগীর না হ'লে গো মিল, হারাবি মানস। কৈ যাবে তোর সুখশয্যা এই রঙ্গ রস ॥

---

(৮)

ত্রৈকালের কি উপায় হবে।
মনরে, ভুলি রৈলে মিছাভবে ॥

কেনে কর দেহের গুমান, শ্বাসের বিশ্বাস কিতান, শমনে না ছাড়বে পরাণ, (মন) মিছা আশার বাসা ভাঙ্গবে ॥ সঙ্গি ভুলি পরের সঙ্গে, কেনে কাল কাটাও রঙ্গে, কেহত যাবে না সঙ্গে, (মন) সঙ্গি বিমুখ হই রবে ॥ জলীল যদি সঙ্গি চাহ, জাহাঁগীর সেবনে রহ, গুরু নারাজ হ'লে কেহ, (মন) রাজি হবে না কি মিলবে ॥

---

(৯)

ওমন হোঁস হারাইওনা।
হোঁসে গুরুর সেবা কর মন নিদানে তোর দুঃখ মিলবে না, নিদানে তোর দুঃখ মিলবে না ॥

(ও মন) ধার্য্য দিনে মিলবে শমন, যাইতে হবে উপায় কর না। দেহ কশি নিতে প্রাণি আছে যন্ত্রণা॥ (ওমন) মৈলে ভাই বন্ধু সবে, করবে কান্দন, রাখতে পারবে না। হ'লে দফন, পাপের কারণ, দূতে ছাড়বে না॥ (ওমন) জাহাঁগীর গুরুর আশ্রয়, ছাড়ি জলীল বাহির হইওনা। দোজখের দুঃখ বড় সহা যাবে না॥

---

(১০)

ওমন জান না বিহিত।

গুরু মিলবে ধর গুরুর স্বভাব চরিত॥

স্বভাব চরিত নহে মর্জ্জির বিপরীত। মর্জ্জি ধরাইলে গুরুর বাড়িবে পিরিত॥ পিরিতী বাড়িলে তাতে গুরুর পাবে চিত। চিত্তের মিলে হবে বরণ সহজে শাসিত॥ বরণে মিলবে প্রভু মান সুবিহিত। ভাবিতে পাইবা জলীল গুরু উপস্থিত॥

---

(১১)

বন্দা কি কর বসিয়া।

হেলায় হেলায় কি লাভের দিন যায় গো চলিয়া॥

কি জন্যে কে আসিলা কৈ যাবে কি লইয়া। ভবের মিছা মায়ায় ভুলি লওনা চিনিয়া॥ চার দিনের প্রবাসে আসি গৃহস্থি জুড়িয়া। যার সনে বসতি কর যাইবে ফেলিয়া॥ সার জলীল জাহাঁগীরের স্বভাব ধরিয়া। বৃথা কাজে দিন হারাইলে মরিবা কান্দিয়া॥

(১২)

ওরূছ আজি চল পূজি জাহাঁগীর মানাই ॥

পীরের সেবা করলে কাবা হজ হবে কি মনে নাই।

প্রেমদাতা জাহাঁগীর, আছে নাকি এমন পীর, (ওমন মনাইরে) সুবাসনায় নবীর ছায়ায় করি দেয়ে উত্তম ঠাই ॥

কিনামির জাহাঁগিরি, আছেন সংসার জুড়ি, (ওমন মনাইরে) যেবা যেমন ভাবে তেমন মানে যোগ্য ফল পাই ॥ জলীলে কি বাখান করি, লয় রসিক প্রাণহরি, (ওমন মনাইরে) ম্যারি জীয়ায় বাঞ্ছা মিলায়, আর হেন বান্ধব নাই ॥

---

(১৩)

জীবন যায় দূরাশায় ॥

করবি হায় হায় ॥

আশার পাখী চতুর্মুখি উড়ি উড়ি থড়না পায় ॥

তবু পাখী যাই নাকি উড়ি বসে যে ডালে, পায়মাফল সেই ডাল ভাঙ্গি পড়ি যায় মূলে, বিনে পীর জাহাঁগীর জলীল আছ কার আশায় ॥

---

(১৪)

পাগল মনরে, পীর বিনে ভরসা কর কার,

পীর বিনে ভরসা কর কার ॥

ভবের আশা সব মিছে, তোমা বান্ধব কে আর আছে, কান্দা কান্দি ভবের ব্যবহার ॥ জাহাঁগীর পীরের সেবা, বিনে [illegible] কর জলীল ফকিরে উদ্ধার ॥

(১৫)

আ'স চল যাই, জাহাঁগীর মানাই,
পাইবা খোদা রসুল রাজি ॥

গৌছ কুতুব সেবা, তোয়াফ করে যেবা, তার তুলনা হবে নাকি হাজি ॥ ও জলীল ভাবিস্‌না, যায় মক্কা মদীনা, সেও মিলে আছয় কি সাজি ॥

---

(১৬)

(হজ হবে প্রধান, কাবার কাবাস্থান,
মির্জাখীল সরিফে গেলে ॥)

আইস আর্জুমন, কি করি নাই ধন, কোর্বান হইব বঁধের মিলে ॥ জাহাঁগীর তোয়াফ, করলে গুনা মাপ, হইবে জলীলে বলে ॥

---

(১৭)

(গুরু ভাবন হ'ল কৈ মন, গুরু চিন্‌লিনা ॥)

(আমার) গুরুর নামে পাষাণ ভাসে সবে প্রত্যয় হবে না ॥

গুরু সাধন বিশ্বাস হয় যাহার, ভাবনায় সব পাই চিন হইবে নিস্তার, ওতার রহিবে না প্রেম যন্ত্রণা, গুরু কেমন আপনা ॥ গুরুর প্রীতি যাহার যেমন ভাব, অবশ্য হইবে তাহার ভার সিদ্ধি লাভ, তাই জলীল ছাড়ে না গুরু জাহাঁগীরের ভাবনা ॥

---

(১৮)

(প্রেমের মানুষ মিল্‌বে না ॥

প্রেমরত্ন ছাড়ি যত্ন প্রকাশিওনা ॥)

সুপিরীতি অমূল্য ধন ছাপাই রাখন বিনা। বৃথা আলে ভাঙ্গা ঘরে দীপ জ্বালিওনা ॥ জানা জানি মধ্যে কোন প্রেম হয় না। বন্ধু কই বাল্যের মত খেল্‌ করিও না ॥ জাহাঁগীরে কি প্রেম করে মর্ম্ম খোলে না। দেখ জলীল প্রেম রীতি নীতি ভেঙ্গ না ॥

---

(১৯)

(মানুষ চিননি তারে ॥

নানা রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে চালায় কে সংসারে ॥)

ভজিয়া গুরু সে মানুষ যে চিনিতে পারে। কি হিতৈষী শাসী বাসী সঙ্কটে উদ্ধারে ॥ সুবাসনায় সুখ জোগায় জন্মে জন্মান্তরে। তাই পীর জাহাঁগীর জলীলে না ছাড়ে ॥

---

(২০)

(গুরু যে সার জন্মের পিতা হয় ॥

ভৃঙ্গ জিনে নিয়ে প্রাণ জন্মায় আপন হৃদয় ॥)

পিতার প্রেমে জন্মিলেকায়, এই সংসার দেখিতে পায়, প্রাণ জন্মে যার গুরুর প্রেমে সে, সব সংসার দেখয় ॥ জাহাঁগীরের সুবাসনায়, চিত্তিয় ঐ জন্ম যে পায়, সে মানুষ সাফল্য জন্মের দিল জলীলে পরিচয় ॥

---

(২১)

শুন সজিদার বয়ান।

আদম ইয়ুফনবী পায়েন আসিছে কোরাণ ॥

হাদিছ, সজিদা নারীর স্বামী যোগাবান। আজ্ঞা হ'ত তাকে হ'ত মানা না কর্‌লান ॥ মোস্তফা কপাল পরে স্বপ্ন মতে জান। সজিদা করিল অপর হাদিছে প্রমাণ ॥ যাহাতে হয় মোস্তফাকে সজিদ কর্‌লান। কুকাজ কি করে নবী কারে কি করান ॥ কপাল সজিদা হাদিছ মিলনে কোরাণ। প্রবল সে হাদিছ আবু হানিফা বিধান ॥ হাদিছে কোরাণে যাহা মানা না জোগান। পূর্ব্ব ব্যবহারি হুকুম মোবাহা সে জান ॥ সজিদা শির থাড়া হ'তে ভূমিতে লাগান। সজিদায় গণ্য সালাম মাথা যে ঝুকান ॥ মূর্খজন কি কহিব মৌলভী অজ্ঞান। মান্যতা সজিদা জাএজ দিন লাগি জান। জলীলে কি কহি প্রভু করিছে সুজ্ঞান। কুজ্ঞানেই আজাজিল হইল শয়তান ॥

---

(২২)

গুরু হ'তে খোদা রছুল কি জুদা।

যেবা চিনায় পায় মান্যতার সজিদা ॥

মান্যতার সজিদা না রৈত, মক্কারূপ উদ্দেশ্যে সেরূপ সজিদা নাহ'ত, যে সেদিগে এবাদতের মঞ্জুর হ'ত সজিদা ॥ সজিদা বিভিন্ন না থাকিত, আদম ইউছুফ নবী সজিদা কি পাইত, তাই জলিল জাহাঁগীর গুরু করে সজিদা ॥

---

(২৩)

মন মজিলনা মান সম্মান চাহি মিছা মায়াতে।

গুরুর প্রেমে সব তুচ্ছ প্রভু কি পায় তাহাতে॥

গুরুর প্রেমে প্রভু পায়, বাকী রৈল কি তাহায়, গুরু কিধন চিনলিনা মন গেলিনা সাধন পথে॥ জাহাঁগীর গুরু ছাড়ি, আর কেনে জলিলে ফিরি, জাতি সাপের বিষে ধরছে পারিনা বিষ নামাইতে॥

---

(২৪)

জাহাঁগীরের গুণের সীমা নাই।

(ও সৈ) এমন কি পাই কোথায় যাই॥ ২

পীর মানি যে করে ভজনা, পলকে সে খোদা রছুল পায় ঠিকানা, আদেখ্ দেখে চাহিলে মুখ (ও সৈ) চাহ সাধন পথে যাই॥ ২ এই জলিল প্রসাদে তাহান, সুখ সম্পদে যেমন আছি বিশেষ কল্যাণ, চাহি চাহি রৈলাম তানে (ও সৈ) প্রভু মিলে আশা পাই॥ ২

---

(২৫)

মানমা প্রেমেরি মানা।

তোমরা সব যাওরে যাও আর আমি যাইতে পারবনা।

একাখরি রব পড়ি অন্য চাইবনা॥

প্রেম করা কি সবে জানে, যারে তারে মনে আনে, এক মনে সাধিবে কার পানে চাবেনা। যথা তথা মন দিলে

স্তার প্রেম ত রবেনা ॥ জাহাঁগীর বাসনা ছাড়ি, জলিলে খাইতে নারি, প্রেম হস্তে প্রাণি বাঁধা ছাড়তে পারিনা। যেই সেই কুকুক জন্ম ত বিফলে যাবেনা ॥

---

(২৬)

চিন্ চিন্, পীর হিতৈষী চিন্, জিম্মাদারী করবেনা আর কেহ।

চিন্ ব্যতীত জিম্মা হয়না অবোধ মন চিন নাকি মিল ভাবি চাহ ॥

গুরু কেমন জিম্মাদার, কালে কালে সম্ উদ্ধার, করে হেন পাবে কি আর, মৈলে মিলে সেহ। দারুণ মন বুঝাইম কত, সাধি চিন্ মিষ্ঠে সদায় অনুগ্রহ ॥ গুরু চিহ্নু হবে যদি, অবশ্য মিলিবে বিধি, নতুবা মরিবে কাঁদি, সাবধান রহ। জাহাঁগীর জিম্মায় থাক, নহে জলিল বাঁচবেনা তোর প্রাণি দেহ ॥

---

(২৭)

রঙ্গে রৈ রৈ মন কর্লি কৈ মুর্সিদ সাধনা।
ধড়ের মাঝে আছে মুর্সিদ নিরলে দেখিলি না ॥
প্রভু প্রেমের লক্ষ্য মুর্সিদ আদেখায় প্রেম হয় না।
অন্তরূপে মিলিবেনা প্রেম সিদ্ধি হবে না ॥
জাহাঁগীর জলিলের মুর্সিদ কি দিব আর তুলনা।
সাধি দেখ পাবে প্রভু অমিল ভাবে রবেনা ॥

---

(২৮)

প্রেম সাধন চাই, সংসারেতে প্রেম তুল্য বস্তু নাই ॥

প্রেম ভাবে রস্থা বঁধে ধরি নানারূপ, সভা করিয়া স্বরূপ, সই রে! সকলের সঙ্গে মিলি আপনার দেখে রূপ ॥ হেন প্রেম হস্তে হ'ল সয়াল সংসার, মনে করিয়া বিচার, সই রে সাধিলে সুজনের প্রেম পাইবে ॥নিস্তার॥ সুজনের প্রেমে যদি তুলিলে আপন, হবে সুখের মিলন, সই রে। মরি প্রাণ পাইল তার কি দিব তুলন ॥ প্রেমিকের পাপপুণ্য বা যমের ডর নাই, মৃত্যুর আগে মরি যাই, সৈরে। বন্ধু ভাবি অমর হয় সার প্রেমের সুরা খাই ॥ জাহাঁগীর মুর্সিদের আশীর্ব্বাদ পাই, মনে ভাবিয়া গোসাই, সই রে। জলীল সেবকে গাহে প্রেমের সুগন্ধি পাই ॥

---

(২৯)

পীর সাধন বিনা। নিজে নিজে প্রেম সিদ্ধি হয় না,
নিজে নিজে প্রেম সিদ্ধি হয় না ॥

যেরূপ একে প্রেমচলিত, সৃষ্টিকুল না হইত, সাক্ষি আর কিরূপে মজি মিলে দুই জনা ॥ পীরের রূপ শয়তানে না পায়, তাই তাহা চাই প্রেম বাড়ায়, প্রাণে প্রাণে মিলিলে দুই নিপাত কি হয় না ॥ আপন দেখতে আদেখ দর্পণ, দর্পণ দেখতে আদেখ আপন, সেমতে সমুলে দেখায় বর্জথ যে আয়না ॥ জাহাঁগীরের রূপে জলীল, চাহ নৈ রূপ পাইবে মিল, প্রেম মিলে দুইয়ে কিনা ভাবি চাহ না ॥

---

(৩০)

পীর সাথে ধরে না ॥

সাধে ধরে না কি পারীর সঙ্কট নাই না। ১

মুর্শিদ তলকিন বিনা রক্ষা আশ্রয় পাবে না ॥ ফিকে মৈলে দফণ স্থআশ্রয় নকরিলে সেজনা। স্থানান্তর ফেরেস্তায় করবে জান ধারণা ॥ বিশেষ খোদা রসুলের প্রেম সে পায় না। তাই জলীলে জাহাঁগীরের চরণ ছাড়ে না ॥

(৩১)

প্রেম কি ধন অরসিকে চিনল না তারে ॥

(ও সই) জাহাঁগীরের বাজারে ॥ ১

মন্যারিয়ে হিরা চিনে না, হিরা ভাবনায় কিনে ফটিকের দানা, সোনা রূপার বাসনা নাই (ও সই) লোহা কিনে কামারে ॥ ২ ভাবি, চাহ জলীলের বচন, কারবারে চিনিতে পারে দ্রব্য কিবা জন, জোহারিয়ে চিনে হীরা (ও সই) কাঠ চিনয় সুতারে ॥ ২

তৌহিদিয় গীত।

(৩২)

প্রভু সৃষ্টি সাজ লই কত রং দেথায় ॥

তিনি ভাব ভঙ্গিমায় তিনি ভাব ভঙ্গিমায়, ভাবুক ভাবিনী ভব সবে টের না পায়, ভাবি ভাব এভাবুকের প্রাণ বিদরিয়া যায় ॥ তিনি কি গুণে ভ্রময়, তিনি কি গুণে ভ্রময়, তেকারণ

ত্রিভুবন সতত ঘুরয়; যথা হ'তে এল সব খুলি ফুরি তথা যায় ॥
তিনি কি জ্ঞান করায়, তিনি কি জ্ঞান করায় নবী আউলিয়া
সাজি বিশ্বাস জোগায়, তাতে মহমিন কিবা হোদায়ী হইয়া যায় ॥
তিনি কি প্রেম জোগায়, তিনি কি প্রেম জোগায়, গুরুর প্রেমে
মজাইয়া দরশনে নি যায়, জলীল কি কর্ণ্যান নিগুণ গাহি
তাল বাজায় ॥

---

(৩৩)

নৈরূপ বন্ধুয়া আমার নানারূপ ধরে ॥
মানবরূপে সাজিয়াছে জানা না আছিল অন্তরে ॥
রৌদ্রে রৌদ্রে ভাবনা চিন্তায় জ্বলে পুড়ে মরি সহন না
যায়, ছায়ার মাঝে প্রিয়া আছে জানা না আছিল অন্তরে ॥
বন্ধু চিত্ত নয়নের অঞ্জন, সর্ব্বস্থানে খুঁজি তানে ঘুরি
অকারণ, হৃদয় মন্দিরে আছে, জানা না আছিল অন্তরে ॥
জাহাঁগীর গুরুর পন্থ মানি, জলীল সদাই গাহে সম্ভবতঃ
বাণী, আমি দূরে তিনি কাছে জানা না আছিল অন্তরে ॥

---

(৩৪)

সেকি মায়া জন্মায় সই।
যারে আমি মনে করি আপন হারা হই ॥
(শ্যাম) নির্দোষীর কিবা সন্ধি, স্বইচ্ছায় হই বন্দি,
নৈরূপ হ'তে রূপ ধরিল, মোহাম্মদ হৈ ॥
জাত মোহাম্মদী মূলে, সৃজি সব কি কৌশলে,

ভিন্ন ভিন্ন রং দেখায় এক ঐক্য বেশ নাই ॥
নামের দর্পণ মাঝে, ব্যক্ত হই নানা সাজে,
আপন রূপ রঙ্গ চাহে গুপ্তে মিলি রই ॥
রূপ রঙ্গ বেশ যত, অমিলে হৈল্‌না ক্ষান্ত,
মিলিলে নৈরূপ একের সাক্ষি পাবে কই ॥
আমি তুমি সৃষ্টি আদির, কায়া কার্য্যগুণ বিভিন্ন,
বুঝি সবে বিনাশ হ'লে এক চিনিবা তই ॥
দেখ মির্জ্জাখীল দেশে, শাহ জাহাঁগীর বেশে,
প্রকাশ হ'য়ে প্রেম বাড়ায় পীরের রূপে নাই ॥
শিক্ষা দিয়া নানা ঠাঁই, রসিকের মন ভুলাই,
আ'সে যায় হু হা করি প্রেম কথা কই ॥
জলীল কি শিষ্য সাজি, পীরের রূপে প্রেমে মজি,
রসুলের মতে মিলে রূপ নৈরূপ হই ॥

---

(৩৫)

নলাইয়া শ্যাম রৈ গেলা কোথায় ॥
ও মোর দরশনের আশে জীবন যায় ॥

নানা ভেস লই, পুরির বাহির হই, প্রেমে বন্দি করাইলা সই,
আরে আওরে দেখি তোরে মনের আর্জ্জু না মিটায় ॥
কিবা প্রেম বাড়াই, আগুনি জ্বালাই, রৈলা পুরিতে ছাপাই,
রৈয়া রৈয়া জ্বলে হিয়া এ দুঃখ না সহন যায় ॥
জলীলের মিনতি, প্রেমেতে উৎপত্তি, তাতে নাশ হৌক জাতি
দোয়া কর জাহাঁগীর অসম যেন তরি যায় ॥

(৩৬)

ও মন চিনিয়া লও আপন।

নামে নামে সাজিয়াছে হাই নিরঞ্জন॥

কাজের হই নহি রেখা হিসাবে যেমন।
কহাইলে কহি বহির লেখার মতন॥
আঁখি নীরে নদী বহে ওঠ না ভিজন।
জলান্তরে তৃষ্ণাযুক্ত একি বিচক্ষণ॥
ওহে সাধু সম্পর্কতা পুছ কি কারণ।
আমি উনি দেখ পুষ্পে সুগন্ধি যেমন॥
কভু সুখী কভু দুঃখী বুঝি না ধারণ।
কভু হাসি কাঁদি ঘুমের শিশুর মতন॥
কবির চিত্তে সমে নহে ব্যতীত মদন।
ভোটের মাঝে সাগর দেখ তামাসা কেমন॥
হাইগুণে জলীল অমর হাইগুরুধন।
হাইপদ মস্তকে লৈলে নাহিক মরণ।

---

(৩৭)

ঘটে মিশি রবি শশী উদয় হইয়াছে॥

কালার কি সান সেরূপে প্রাণ মজাই লইয়াছে॥

অঙ্গ রূপে, মন না ডুবে, প্রেমের মানুষ ফেলি—

যাব কার কাছে, কার কাছে॥

জ্বলি পুড়ি, দুঃখে মরি, বন্ধু বিনা উপায়ি,

হেন কি আছে, কি আছে ॥
সে জাহাগীর, জলীলের পীর, ভজি চরণ ধূলি,
শিরে মাখিছে, মাখিছে ॥

---

(৩৮)

কিবা বিধি মোহাম্মদি নিজ জাতে প্রমেন ॥
থাকি সঙ্গে নানা রঙ্গে খেলাই খেলেন ॥
অলী পয়গাম্বর ইমাম, গুরু শিষ্য সনে, প্রেম
কি সাধেন, কি সাধেন ॥
ওরছ লক্ষ্যে ধাম্মিকগণকে, মৃতের ভাগাই দানে,
ধর্ম্মে কিনিয়েন, কিনিয়েন ॥
যে জাহাংগীর জলীলের পীর, ওরছ রঙ্গে জারি করি,
কি শাসেন, কি শাসেন ॥

---

(৩৯)

প্রাণ হারাই কিরূপ দেখি পীরের পটে ॥
সে কি মানুষ প্রকাশিতাম ভবে
কি তুলনা ঘটে পীরের পটে ॥
পটে সে, বন্ধুয়া হেরি, আপনা আপনি কি
সকল পাসরি, হৃদের আগুন হুঙ্কার মারি

জ্বলি জ্বলি জ্বলি উঠে পীরের পটে ॥
জাহাঁগীরি প্রেম কি সুন্দর, রসিকেরে জলীলের,
সারা করে উজাগর, চৌকিদার বস করি ঘর,
থাকি থাকি থাকি লুটে। পীরের পটে ॥

---

(৪০)

কি বিদেশী ভালবাসী ॥

কি বিদেশী ভালবাসী, ঘটিল তায় প্রেম ফাঁসী,
মুখে হাসি মন উদাসী, ফিরতে নারি দেশে আসি ॥
ভালবাসা কিবা দুঃখ, প্রকাশিতে নাই মুখ, ফাটয় বুক,
প্রায় অসুখ, কহিম কি আর দুঃখে ভাসি ॥
বিদেশী জাহাঁগীর দেশে, জলীলে পাই ভালবাসে,
ভালবাসী দূরে আসে, কাঁদি মরি শ্যাম অন্বেষি ॥

---

(৪১)

বন্ধু কৈ গেলারে ॥
কৈ গেলা না ফিরি চাওনা সহিম কত জ্বালারে ॥

ঐ বিদেশী কায় উদ্দেশী দেশে প্রবেশিলা,
পুরি হ'তে প্রেমপথে বাহির কি না করলারে ॥
বাহির করলা মিল ভাঙ্গিলা মিলেনা পারালা।
কৈ চাহিব তোমার ভাবে হইলাম একলারে ॥

কি রং কর জাহাঁগীর দেশে করি মেলা।
গাইতে মিল আসি জলীল রোপয় রহিলারে ॥

(৪২)

ত্রিবেণীর ঘাটে, জাঁহাগীরী পাটে, বন্ধুরে দেখিতে পাই ॥
মজিল অন্তর, কামে হই কাতর,
চরণে ভজিগো যাই যাই ॥
গোপনে মিলিবে, আশা পুরাইবে, রহিলাম
সেদিকে চাই। কামে সহবাস, পুরাবে
সে আশ, জলীলের সন্দেহ নাই ॥

(৪৩)

ঐ নারে শ্যাম আসি, ত্রিবেণীর ঘাটে বাজায় বাঁশী ॥
জল বাহনায় ঘাটে এলাম, জলেতে কি ছবি দেখলাম,
সই! ছবির ভাবে প্রাণ আমার উদাসী ॥
কি শ্যাম থাকে বাঁশীর ফাঁকে, বাঁশীস্বরে রসিক
ডাকে, সৈ। রৈব কেনে রসিক না আসি ॥
দেখ জাহাঁগীর বাঁশী, ছবি লই জলে আসি,
সৈ। মজাইল জলীল জাতিনাশী ॥

(৪৪)

শ্যাম এসেছে বৃন্দাবনে।

শ্যাম এসেছে বৃন্দাবনে, ফুলবরণে, গুঞ্জরে ভ্রমরগণে। সুগন্ধি বহে কেমন, ও, যাই বৃন্দাবন, প্রাণ জুড়াও মধুপানে॥

গুরু কিনা সোণার বরণ, পুষ্প যেমন, ভ্রমার সুগন্ধি গুণে। মধুর প্রেমের কারণ, ও, অলির মতন, ঘুরি উদাসী কাননে॥

পুষ্প মিলে পাখীদলে, কৌতুহলে, খেলে কত নাচে গানে। গুরু সে ভজ জলীল, ও, পাইবে মিল, যাওনা শ্যাম দরশনে॥

---

(৪৫)

প্রেমের জ্বালায় জ্বলি হ'লাম নাশ।

বঁধের ভাবে ভুগি এ প্রকাস॥ ২

নানা ভেশ লই বঁধে সাজিয়া বেড়ায়, আর কি বংশী বাজায়। বাঁশীস্বরে প্রাণ বিদরে, করতে নারী গৃহবাস॥ ২

আমার বন্ধুর চিহ্নসায়ে জাঁহাগীর দর্শন, কত ধরে সুলক্ষণ। বন্ধুরে চাই প্রাণ হারাই যাবে জলীল কার পাশ॥ ২

---

(৪৬)

আমার বিশ্বাস যাহায়।
তাহারে ছাড়িব কি লোকের নিন্দায় ॥
প্রভু কি জাতরূপ লই আছয়, অবিশ্বাসে পায়না নির্ণয়,
জাত ছেপাতে ঈমান আনয়, বিশ্বাস নাই তায়।
জাত ছেপাতে গুরু হের, বিশ্বাস আনি নির্ণয় কর, করি
বিশ্বাস জাঁহাগীর, জলিলে চিন পায় ॥

---

(৪৭)

রসিক কলঙ্কি হ'ল। আরেঠারে ঘরের বাহির করি কে নিল।
শ্যামের আদর নিঠুর দেখায় হা'সতে কা'নতে হল ॥
হা'সতে হা'সতে কা'নতে কা'নতে প্রেমেতে ডুবিল।
সে শ্যাম জাঁহাগীরি সানে উদাস করিল।
জলীল সহ রসিক যত মায়ায় বাঁধিল ॥

---

(৪৮)

জাঁহাগীরি কামেরে, সবের অধিন বানালী আমারে।
পাড়ার অধিন বানালি আমারে রে।
বন্ধু নাকি বংশীধারি, ঘরেতে রহিতে নারি, বাঁশী স্বরে
উদাসী করিলারে ॥
জলীলে যার লাগি ফিরি জলের ঘাটে তারে হেরি,
মনের আগুন উঠিল জ্বলিয়ারে।

(৪৯)

বন্ধু ধরি তোমার পায়।

গুপ্ত ব্যক্ত বাঞ্ছা পুরাও সরল বাসনায় ॥

বিরহে মন পোড়ে আসি দেখিতে তোমায়।

(বন্ধুরে) বশতি করিবা সুখে হেন প্রতিজ্ঞায়, নির্দোষীরে দোষী করি আনিছ এথায়, গুপ্ত কথা ব্যক্ত কল্লে মুণ্ড কাটা যায়, দোষের ভাগী কলঙ্কিনি যাইবে কোথায় ॥

(বন্ধুরে) বল দয়াল জাহাংগীর আর আছে কি কোথায়, দুঃখীনি দুঃখের সংবাদ পাঠাই তথায়, পূর্ব্বে সঙ্গে থাকি এবে ভিন্ন ভাব আমায়, সে জ্বালা কি এ জলিলের মনে সহ্য যায়।

---

(৫০)

পরাণের বন্ধুরে।

তোমার প্রেম তুমি লও, মোর পরাণ খান মোরে দাও, আপদ বলাই সব শেষ হই যাইরে ॥

(বন্ধু বন্ধুরে) যথা ছিলাম ভাল ছিলাম কোথায় আনি মোরে

বন্ধু কোথায় আনি মোরে।

প্রেমে বান্ধি জঞ্জালে ফেলি রহ দূরে দূরে ॥

(বন্ধু বন্ধুরে) তুমি জাহাংগীর বঁধুর রহি আশার পরে বন্ধু রহি আশার পরে। এই জলীল দুঃখে মরি তবু মন না পোড়ে ॥

---

(৫১)

শ্যামের বৃন্দাবনে, এলাম রাধার সনে,

গোপিগণ আনন্দে নাচি।

মিল্‌ব শ্যামের সঙ্গে, খেল্‌ব নানা রঙ্গে,

বাঞ্ছা পুরাব আপন যাচি॥

জাহাঁগীর ঐ শ্যাম, পুরায় মনস্কাম,

জলীল উল্লাসে মজিয়াছি॥

(৫২)

আমার বিশ্বাস যাহায়,

তাহারে ছাড়ি কি লোকের কথায়।

প্রভু কি জাতরূপ লই আছয়, যে জানেনা তার নির্ণয়,

আছয় বিশ্বাসে ঈমান সে দূরে বুঝায়।

ঈমান কি যেবা চিনায়, সে যে বিশ্বাস ঈমান কথায়,

প্রমাণ প্রভু জাহাঁগীরের যোগে জলীল পায়॥

(৫৩)

ধর ছাড়াই ধন্ধে ফেলাই বন্ধুয়া কৈ গেল।
সঙ্গে রহি আঁদেখ হই আমা হৃদের মধ্যে হানে প্রেমছেল ॥
রূপ তুই মিলেনা কারণ, নৈরূপ এক হস্তে জোগায় বিলক্ষণ,
আশার আশা মনে রহিয়া গেল।
করি আশায় ত্রিবেণী ভ্রমণ, প্রেম বিষে দংশিল মোর সব তন মন, বুদ্ধির অসাধ্য স্থানে মায়ার সর্প লই হ'ল খেল ॥
আশা পাই প্রেমে বন্দি হই, জাতিকুল মান সব হারাইলাম সই, ঘুসি ঘুসি জ্বলি আগুণ আমার কায়াপ্রাণ শোষি গেল ॥
যার লাগি হইলাম বিনাশ, পাই কি না পাই তার না ছাড়িব পাশ, আশার ফলে সদয় হ'লে আমার এজন্ম সাফল্য ভেল।
জলীলে ক্ষমতা কি রাখেন, জাহাঁগীর পীরের কহিতে আছেন, ধন্ধ ছাড়াইবে অলি বিকাশে ফুল মালতি বেল ॥

---

(৫৪)

আমি অনেক সাধনায়।
শ্যাম বন্ধুয়ার পাইলাম খোঁজ কদম্ব তলায় ॥
কদমতলে নদীরকূলে কি বাঁশী বাজায়।
শুনিতে পাই প্রাণ হারাই পড়ি রাঙ্গা পায়।

শ্যামের আসন কদম্ব গাছ গুরু তুলনায়।
জাহাঁগীর জলীলে সেবি শ্যাম মিলে তথায়॥

---

(৫৫)

বন্ধু শান্ত কর প্রাণ,
বসন ছাড়ি বস প্যারি যৌবন কায় দান।
প্রিয়ার বাঁশীস্বরে, রহিতে না পারি ঘরে,
শব্দ ধরি উদ্দেশ করি ভ্রমি নানা স্থান॥
বাঁশী হস্তগত করি, যদি প্রিয়া নাই চুঁরি,
আন মতে দেখা হ'তে ঠেকিবে নিদান।
বাঁশী ভালবাসায় মোকে, যত মন্দ কহে লোকে,
সহ্য নহে আর দহে প্রেমানলে প্রাণ॥

---

(৫৬)

গুরু সম্পর্কীয় গীত।

ওরে মুর্সিদ একাশ্বর। কেমনে যাইব প্রেম নগর॥
শিয্যহীন শক্তি, (ওরে মুর্সিদ) অন্ধকারে গতি,
পন্থে আছে শঙ্কট বিস্তর।
সঙ্গী বিনে বাঞ্ছা স্থানে যাইবারে লাগে ডর॥
গুরুর যোগ্য সেবা, (ওরে মুর্সিদ) করতে পারে কেবা,
আশা গুরু কৃপার সাগর।

বাঞ্ছাস্থলে নাই নিলে শিষ্যের নাই কোন থর॥
প্রেম নগরে নিয়া, (ওরে মুর্সিদ) না দিলে চিনাইয়া,
প্রিয়া দেখা পাওন দুষ্কর।
দেখা বিনে শিষ্যের মনে নাই লয় বাড়ী ঘর॥
তাহাতে সারথী, (ওরে মুর্সিদ) বিনে নাই গতি,
জলীলের মিনতি বহুতর। ঘটে বসি তম নাশি সঙ্গে
নিতে প্রেমনগর॥

---

(৫৭)

ছুয়ান ধরি। জোগাও গুরু সেবকের পারী॥
একেত বেদিশাদারী, সম্মুখে বেবাম পারী,
আর নাই নৌকার কাণ্ডারী।
এ নৌকার দশটী বেদা, একটী বদ্ধ নয়টী ছেদা,
ছাঁদা বাঁদা বিনে নৌকা ভারি॥
নয়টি ছাঁদি একটী খুলি, নৌকার ইঞ্জিন জ্বালি,
মালুম রসিতে জোগাই পাল।
তেতালায় আসন করি, সুযোগে ছাড়িয়া তরি,
সেবকের খণ্ডাও জঞ্জাল॥
দেখি ঢেউর গরাগরি, দিশা যেন নাই হারি,
দেও গুরু তুনি জোগার করি।
ধীরে ধীরে প্রাণের বন্ধু, পার কর শত সিন্ধু,
জলীল হউক প্রেমনগরী॥

---

(৫৮)

শুনি বাঁশীর ধ্বনি, ওসৈ শুনি বাঁশীর ধ্বনি।
প্রেম জাগি বন্ধুর লাগি বিদরে পরানি ॥
মহন বাঁশীর স্বরে দিয়া প্রেম ধ্বনি।
প্রিয়ার নাম শুনাইয়া কর্‌ল উদাসিনি ॥
বাঁশীর ফুকে মোর বুকে প্রেম জ্বালা হানি।
বিষ কর্‌ল এ সংসার আপনা আপনি ॥
প্রিয়া সঙ্গে মিলি বাঁশী শুনাই রসের বাণী।
আশা দিদি ঘুরাইবা আমিত না জানি ॥
বাঁশীর নাম জাহাঁগীর কি সুন্দর ধ্বনি।
বাঁশী স্বরে কর্‌ল মোরে শ্যামের কলঙ্কিনী ॥

---

(৫৯)

গুরু বাঁশী স্বরে প্রাণ যায়।
বিদেশীয়ে কি বাঁশী শুনায় গো ॥
(অহে প্রাণের গুরুরে) ঐ বিদেশী দেশে আসি কিরূপ রং দেখায়।
হাসি হাসি বাজাই বাঁশী কি প্রেমে মজায় গো ॥
(অহে প্রাণের গুরুরে) আঁখি ঠারি ভঙ্গি করি সব পাসরায়।
প্রেমে বশে করি শেষে বিদেশ নিয়া যায় গো ॥
(অহে প্রাণের গুরুরে) দেশ হই গেলে বিদেশ মিলে হেন অভিপ্রায়।
রূপের বাটে নৈরূপ, ঘটে জলীলে শুনায় গো ॥

---

(৬০)

মন, গুরু পাইলে চিনিবে আপন।
আপন চিনে পাবে নিরঞ্জন॥
ওমন গুরু চিনরে! আয়না বিনে দেখেনা আপন বদন।
হেন পীর হৃদাঁখির দৃষ্টির দর্পণ॥
ওমন গুরু চিনরে! আয়নার ছবি মনে ভাবি পাইলে স্মরণ।
নাই যে ভুল খোদা রসুল মিল্‌বে তিন জন॥
ওমন গুরু চিনরে! দুর্ল্লভ পীর জাহাঁগীর আছে কি তুলন।
দেখ হৃদয় মিথ্যা কি হয় জলীলের বচন॥

---

(৬১)

দয়াল গুরু বিনে।
আর কি লক্ষ্য আছে ত্রিভুবনে॥
নৈরূপ বন্ধুর কি বরণ, মোহাম্মদীতন,
মন মজাইলা গুরু নামস্থানে।
নাম মাত্র ধরে তিন, তারা কেহ নহে ভিন,
চিহ্ন পাবে গুরুরে সাধনে॥
ভৃঙ্গ যিনি গুরুর সান, প্রেমে মজাই হরে প্রাণ,
পুনঃ শিষ্য জীয়ায় জীব দানে।
গৌছ কুতুব জাহাঁগীর, সেব জলীল আপন পীর,
মস্তক রাখিয়া শ্রীচরণে॥

---

(৬২)

গুরু ফাঁক দিওনা আর।
তোমার দেখা বিনে আমার জীবন অসার॥
ভাবের ভিখারী আমি রাজত্ব তোমার।
তোমা হ'তে তোমা মাগি চাহিনা সংসার॥
পূর্ব্ব পরিচয় এখন ভাবনা কি আর।
তোমার আমার প্রেম নহে আজিকার॥
দুঃখে কিবা সুখে রাখ বাসনা তোমার।
জীবন মরণ দোহ সপেছি আমার॥
জাহাঁগীর প্রেম কাঁদে এ জলীল শিকদার।
দুঃখ মাত্র ভাবি কাঁদা হয়না কি ছারখার॥

---

(৬৩)

মৈলেও মিলয় সেত মানুষ নয়।
ধরতে গেলে ধরা না যায় প্রেমের বোলও না বোলয়॥
নামেতে মনুষ্য হয়, কামেতে মনুষ্য নয়,
নির্ম্মল দর্পণ কিবা আদেখারে দেখাই লয়।
ছবি মনুষ্যের পাই, কায়া ছায়া কিছু নাই,
অন্ধকারে কি দীপ জ্বলে চক্ষু মুদিলে দেখয়॥
জলীলের হেন পীর, মনুষ্য কি জাহাঁগীর,
রবি শশী খেলে বসি মৃত্তিকায় হই উদয়॥

(৬৪)

গলার মাদুলী বানাইম তোরে।
শ্যাম সোহাগ্যা বাঁশীরে॥
তুমি কি সোহাগ্যা বাঁশী সোহাগে মজাওরে।
সহবাসে মিলাও শ্যাম হেন কেবা পারেরে॥
সোণা রূপা গলায় হেন ফুকেতে জ্বালাওরে।
সোহাগের বাঁশী হই কেন শ্যাম নামিলাওরে॥
উত্তম সোহাগ্যা বাঁশী জাহাঁগীর পাইরে।
আসি জলীল মিলন আসে ফাঁকে না কান্দাইওরে॥

---

(৬৫)

ওসৈ ধৈর্য্য কেনে মানি, ওসৈ ধৈর্য্য কেনে মানি।
গুরুর কি বাসনায় মজি শান্ত নাই প্রাণি॥
বাসনায় জ্বলে প্রাণি বাও হৃদয় খানি॥
কহিম কি অপূর্ব্ব দুঃখ চক্ষে ঝরে পানি॥
এই কি মায়ার টোনা নাহিক মেলানি।
ভুলিতে নাপারি গুরু প্রাণের টানাটানি॥
গুরুর কি স্বভাব চরিত ধর জলীল জানি।
জাহাঁগীর পাবে নতু বৃথা যাবে প্রাণি॥

---

(৬৬)

চল সৈ কদম গাছ তলে। চল সৈ কদম গাছ তলে ॥
কদম গাছে বসিরে, বঁধে বাজায় বাঁশীরে,
বাঁশীস্বরে ঘুম ভাঙ্গিয়া তোলে।
প্রেমের উয়াসী হইয়া, থাকিব মুই কারে লইয়া,
পড়িয়া রহিম বঁধের গলে ॥
কদম গাছের তলেরে, শ্যাম প্রবাস করেরে,
লাজে ভয় না ভজে সকলে।
কামের কাতর হই, লাজ ভয় কি মানিম্ সই,
শ্যাম জাহাঁগীর সেবিব জলীল ॥

---

(৬৭)

গুরু দয়া দানে দেও চিন। আমি যে শক্তি হীন ॥ ৩
আমার গুরুর নামে পাষাণ ভাসে ভক্তি হীন ॥
গুরু যে সার শিষ্য অসার, সার অসারে থাকি সুসার,
মহা স্বপ্নে দেখাও বিভীন।
কার ভাবে মজাইলা গুরুরে তা দেখি কঠিন ॥
অহে জলীল আপন পীর, ভাবিলা কৈ জাহাঁগীর,
নাই গেল মনের মলিন।
কেমনে চিনিব গুরুরে দুঃখিত অধিন ॥

---

(৬৮)

দেখিছনি শ্যাম জাহাঁগীর গেল কোন পন্থে।
গেল কোন পন্থে তারে পাইনা তদন্তে॥
মস্তকে চুল ভঙ্গ কি বাঁকা, চক্‌চকে ঝিলমিলে তুচ্ছ ময়ূরের পাখা, হেলে দোলে পুষ্প গলে জপ মালা হস্তে॥
মোহন বাঁশী বাজাই বিশেষ, প্রাণ নিল কোন পথে গেল না পাই উদ্দেশ, জলীলে পন্থেতে ঘুরি সেই শ্যাম হন্তে॥

---

(৬৯)

পার কর আমারে।
সাঁতার দিয়ে প্রেম সাগর পার হ'তে কি পারে গো॥
জাহাঁগীর সুজন মাঝি পাথারি পার করে।
নিলক্ষ্যের লক্ষ্য বলি ডাকি ঐ মাঝিরে॥ গো—
জলীলের কি আছে সম্বল না নিলে আদরে।
ঝম্প দিয়ে প্রাণ ত্যজিব যাইবনা ফিরে গো॥

---

(৭০)

মোর লক্ষ্য আর নাই সংসারে।
(মুর্সিদ) পায়ে না ঠেলিও আমারে॥ ২
নিলক্ষ্যের লক্ষ্য মুর্সিদ ভাবি তোমারে।
প্রেমসাগরে দিছি পারি (মুর্সিদ) তরাই নেও মোরে কিনারে॥

জলীলে কুল পাইনা মুর্শিদ দারে কি ন্যারে।
রক্ষা নাই যদি শরে (মুর্শিদ) জাহাঁগীরে নাই উদ্ধারে ॥

---

(৭১)

দেখা বিনে দেখি কেমনে।
শ্যাম জাহাঁগীর, চক্ষের জোতি আপনে ॥
দেখেনা চক্ষের জ্যোতে অপর জ্যোতি বিনে।
বিশেষ বর্জখ তুমি চিত্ত আঁখির সামনে ॥
বিস্তারি কহি কি রোপষ কি সূর্যা বরনে।
উদয় বিনা জলীল অন্ধ না চাহিনা নয়নে ॥

---

(৭২)

শ্যামে সরল প্রেম জানেনা।
বাঁশী সুস্বরে জ্বালাইওনা ॥

দোষখান আমার শুনরে বাপ ভাই, শশুরি ননন্দি অরি যত মারণ খাই যেবা মোরে আনাইল ইচ্ছায় তারে পাইনা ॥

দুঃখ জলীল ত্রিবেনী বেড়ায়, গহন বনে শ্যাম জাহাঁগীর মুরলী বাজয়, কি বলি উঠিল চিত্ত ঔষধে প্রাণ বাঁচেনা ॥

---

(৭৩)

প্রাণের বন, বিদেশী পাই কিবা দেশীর নাই স্মরণ।
বঁধের মুখি চাহি চাহি যায় জীবন ॥
দেশস্ত হইলে অধম, কেন প্রেম করিলা বিষম,
জ্বালায় জ্বালায় জ্বলি হ'লাম জ্বালাতন।
যদ্যপি বিদেশী মধুর, দেশীর প্রতি কেমন নিঠুর
অল্প প্রাণে সহ্য কি হয় সে যাতন ॥
শশি মুখের সুধা পান, বিনে এ চকোর প্রাণ,
বাঁচিবেনা কবে হবে দরশন।
সে জাহাঁগীর বন্ধু দেশী, প্রেমিকের কি হিতৈষী,
বিনে লক্ষ্য এ জলালের আছে কোন ॥

---

(৭৪)

তুমি দয়াল মুর্শিদ বিনে।
মোরে বাঁচাই লই যাবে আর কোনে ॥
মর্ম্ম বুঝে কোনে আমার দুঃখ বুঝে কোনে।
পাসরিলনা ভবের মিছা মায়া দারুণ মনে ॥
সঙ্গিয়ে বুঝেনা আমার সারি কেমনে।
জলীলে তাই সুগার মাগ্নি জাহাঁগীর চরণে ॥

---

(৭৫)

কি অদতার প্রেম প্রিয়সী।
দেখিলাম মির্জ্জাখীল আসি ॥
কেমন যৌবন বাহার, নিত্য পৈরে সু পুষ্পহার,
হেলে ঢোলে কি চমৎকার, মজায় বিদেশী দেশী ॥
জাহাঁগীরি পাটে বসি, বঁধের সনে করে হাসি,
সে বঁধের মোহন বাঁশী, জলীল সাধে কি উদাসী ॥

---

(৭৬)

মায়া করি বিদেশীরে।
রহিতে পারিনা ঘরে, রহিতে পারিনা ঘরে ॥
বিদেশী প্রবাসী বলি, জাগাদি কি রাখি তারে।
(শ্যাম ২ রে) সেবা শান্তি করিতে যাই বন্দি হ'ল প্রেমডোরে
বিদেশী যায় ফেলি কাঁদায়, মাতায় না চায় আরে ঠারে ॥
(শ্যাম ২ রে) আঁখি ঠারের ছেল খাই প্রাণে বধ্ কি হইনারে
বিদেশী জাহাঁগীর দেশে, আসি কত রঙ্গ করে।
(শ্যাম ২ রে) কামেই কাতর জলীল যাই সেবি সে বন্ধুরে ॥

---

(৭৭)

বল ছাড়ি যাই আর কিনারে।
মুর্শিদ তোমার লাগি আমার প্রাণ পোড়ে ॥

যাই কেনে কোথায়, শক্তি নাউজায়, পর্ কথন আপনা না হয় অন্তরে ডরায়; সর্ব্বত্রে আপনা মুর্শিদ এমন নাই আর সংসারে ৷৷

মুর্শিদ জাহাঁগীর, জলীলের এক পীর, হইতে আর নাই পারি আশ্রয়ের বাহির। ওগো মুর্শিদ প্রাণের অধিক ভাল-বাসি তোমারে ৷৷

---

(৭৮)

শ্যাম তোমার মতন, অনাথের নাথ কে আছে এমন।
জাহাঁগীর নাম ধর প্রেমে মজাই ত্রিভুবন ৷৷
নবীর কি ছবি তুমি আলীর দর্পণ।
অলীর উপরি অলী সকলের তোষ মন ৷৷
তোমা রাজি করা ভালবাসে নিরঞ্জন। নবী নিয়মের সখা পাই সেবে সর্ব্বজন ৷৷
তোমা রাজির আশে মরি প্রেমিক রোগীগণ।
রোগীরে বাঁচাও দয়া ঔষধ করি বিতরণ ৷৷
তোমার রোগী তুমি ভাল নাকর্‌লে মরণ।
দ্বার তোমার ছাড়ি জলীল কোথায় করিবে গমন ৷৷

---

(৭৯)

কিঙ্করু নবীর ছবি ভাল তোমার স্বভাব চরিত।
রূপ হেরি স্বভাব ধরি চলিলে পায় প্রভু পিরীত ৷৷
সুস্বভাব দি তোমারে, ভালবাসে তোমারে,
সকলে দেখে না অন্য দেখিলে সে হয় মোহিত ৷৷

গুরু জ্ঞানবান তুমি, অজ্ঞান সেবক আমি,
সুস্বভাব শিখাই আমার কুস্বভাব কর বর্জ্জিত ॥
চাঁদা'তে জাহাঁগীর বিনা, জলীলের আর কে আছেনা
সুচালে পাইতে প্রেম সেবাতে হয়েছি অর্পিত ॥

---

(৮০)

নবী বা মহাত্মাগণের মাহাত্ম্য গীতি।

নবী মানন চাই। সৃষ্টিকুলের নবীর সমান কেহ নাই।
প্রভুর পরম সখা রছুল সৈয়দ, নবীর নাম মোহাম্মদ,
(শ্যামরে) দরূদ কহিয়া করি ছালাম বেহদ ॥
যার লাগি ত্রিভুবন হইল সৃজন, হেন রছুল আপন,
(শ্যামরে) সে পদের নিছনি হ'লে পায় নিরঞ্জন।
সম্পূর্ণ সপিল যারে পয়গাম্বরি পদ, আপে তেজেন সৈয়দ,
(শ্যামরে) পায়ের প্রসাদে খণ্ডে জগতের বিপদ ॥
কি বাখান করি নবীর রূপের ঝলকে, সব সংসার চমকে,
(শ্যামরে) সকলে কি চিনে তাহা বিহীন রসিকে।
গুরু শাহ জাহাঁগীরে চিনি কে রছুল, হক্ক খোদার মকবুল,
(শ্যামরে) সে পদের কহিতে ধূলি জলীল ব্যাকুল ॥

---

(৮১)

নবী সে চিন জীবনের উপায়।

যেই জাতে গেলে প্রভু পায় ॥

প্রভু করে প্রশংসা যাহার, করিতে বাখান তার

শক্তি আছে কার, শুদ্ধভাবে লইলে নাম

পাপীনির পাপ খণ্ডি যায়।

আছে যে জাত রূপে নিরঞ্জন, সাজিল কি সাজাই সাজ ভুবন মোহন; নবী সেই সাজে বিনা অন্যরূপে চিনন দায় ॥

নবী চিনন মুখের কথা নয়, যেই জাতে গেলে পায় প্রভু পরিচয়, সেই জাতে যাই নবী চিনিতে আপন হারায়।

জাহাঁগীরে যাই করি চিন, প্রভু নবীর যোগে শাসে মোহাম্মদি দীন, পীরের রূপে নবী কি জাত জলীলে আভাস পায় ॥

---

(৮২)

নবী আলায়হিস্সালাম।

প্রভু বাখান কর্‌ল প্রমাণ মোহাম্মদ সে নাম ॥

প্রভু তোমা না স্বজিত কেহ না হইতাম।

তোমার দুর্ল্লভ জন্মে জন্ম হইলাম ॥

প্রভু সৃষ্টির মধ্যে আপে জোগাও মনস্কাম।

তুমি বিনা লক্ষ্য নাই মুক্ত হইতাম ॥

পাই কোরাণ অমূল্য ধন প্রভুর কালাম।

শুভ পন্থে দেখাইলা কি দীন ইস্‌লাম ॥

বার তারিখ রবিউল্ আওয়াল চাঁদের নাম।
সোমবার জন্মিলা মৈলা সুনছিবের কাম॥
সকলের প্রতি দয়া রাখ অনুপাম।
জাঁহাগীর সেবক জলীল আশায় রহিলাম॥

---

(৮৩)

তিনি সৈয়দ উত্তম তিনি গৌছ আজম।
সংসার কম্পয় যার শুনিয়া বিক্রম॥
প্রভুর কি রসিক তিনি গুণের কি মহিমা।
বগদাদ সহরে হ'ল গোর আজাব ক্ষমা॥
যার কাঁধে পৈল তান চরণের ধুলি।
সে সব হইল কামেল আউলিয়া অলী॥
বড়পীড় সাহেব তিনি জগতে প্রকাশ।
যে জনে স্মরণ লয় বিধি পুরায় আশ॥
কি কহি মহিমা তান ততোধিক ভাল।
সুরি নারী তান সব আজ্ঞা পাল॥
কহে জাহাঁগীরে সেবি খান্দান কাদেরি।
দাস হইলে পায় জলীল দুই কুলে সরদারি॥

---

(৮৪)

প্রশংসিতে হীনে কি জানি।
আহা! কি গৌছল্ আজম ছম্দানী॥
তিনি কি সৈয়দ নবীর জাতীর নুরানি।
সুজনের প্রেম করি হ'ল মাহবুবে সোব্হানি॥
তান কি হুকুমত নামে মিলে আসানি।
প্রলয় তক জারি রবেন নাই হেন কুতুব রব্বানী॥
জাহাঁগীরের রূপে জলীলের প্রাণি।
প্রেমে মজাই লও তরাই বড়পীর মহিউদ্দিন জিলানী॥

---

(৮৫)

কি দিনের চান। উদয় উজ্জ্বল হিন্দুস্থান॥
খাজা মইনদ্দিন চিস্তি নবীর পাই ফর্ম্মান।
আজমীর শরীফে তিনি (ও ভাই) কর্‌ল বাসস্থান॥
পুজার ঘরে দৈত্য ধরি করে মুসলমান।
দেখি রাজা প্রজা কত (ও ভাই) আনিল ঈমান॥
নানা জাতি লোক মিলে দরবারে তাহান।
যেবা যেই মাগে সেই (ও ভাই) দেয়ী দেওয়ায় দান॥
সহজ তরিকা তিনির পাইয়া প্রধান।
রঙ্গরসের প্রেম নাগারা (ও ভাই) সদায় বাজান॥
ইনি প্রভুর সখা প্রভুর ভাবে দিল প্রাণ।
কপালে সে লেখা তান (ও ভাই) পাইল প্রমাণ॥

জাহাঁগীরের যোগে করি জলীলে পয়ান।
দেখিল যতেক তান (ও ভাই) হ'ল কি বাখান॥

---

(৮৬)

ভবে কি জাগাইলা রসের ফকীরি।
খাজা চিস্তি মইনদ্দিন আজমীরি॥
মহিমা অপার, বিধাতারি প্রেম ভাণ্ডারি কি ছথি দরবার, লঙ্গর খানার পালনা যায় যার গিরায় নাই কড়ি।
কুতুব বক্তার, ফরিদদ্দিন নেজামদ্দিন আলাউদ্দিন আর, মীর আবুল ওলামাকুল সানে নিযায় মন হরি॥
কি দিব উপাম, নবীর পিছে যে পাইছে নুরানি মোকাম, যে মানে না প্রেম পায়না বিনে খান্দান কাদেরী।
চুমি আস্তানায়, জাহাঁগীরের সুলক্ষাবর এ জলীলে চায়, আশা পুরাও রসে বাঁচাও রসিকে গণ্য করি॥

---

(৮৭)

যার বাখান কহিলে না ফুরায়।
সৈয়দ আবুল উলামীর, নক্সবন্দির পীর, খাজার মজারে চিস্তির খেলাফত পায়। নবী স্থাপা, মিরাস লই বসত করে আগারায়॥ চুই তরিকা পাই, সরিয়ত মিলাই, সহজে সকলে যেন হেদায়ত পায়। কিবা পন্থ দেখাইল উলাইয়া তরিকায়॥

গুরু জাহাঁগীর, জানি পিরাণ পীর, যাই তান জেয়ারতে বাঞ্ছা সিদ্ধি পায়। সেবা যায় না ফিরায় জলীলে সে গুণ গায়॥

---

(৮৮)

ঐরূপের মানুষ মিলেনা,
ভবে নাই যার তুলনা কিসে দিব তার তুলনা।
প্রভুভক্ত প্রেম প্রিয়সী, নবীর বংশের শশী,
মীর আবুল তিনি করে আগারায় ঠিকানা॥
সাধি নক্সবন্দি চিস্তি, দুই সিন্ধুর দুই স্রোতি,
মিশাই কি জাগাইল রঙ্গরসের প্রেম সাধনা।
জাহাঁগীরি সুসন্ধানে, নিজ পন্থে জ্যোতি দানে,
না নিলে জলীলে পুনঃ কারে কর্‌বে উপাসনা॥

---

(৮৯)

পরাণের বঁধরে। প্রেম ভাবনায় সদায় পরাণ পোড়ে॥
প্রেম দাতা জাহাঁগীর, সংসারে নামায় শির,
ভজি সবে আশা পূর্ণ করে।
দেখি জাহাঁগীরি শান, মজি গেল আঁখি প্রাণ,
কেমনে রহিতে পারি ঘরে॥
সোমবার শুভ জান ঠিক, জিল্‌কদের বার তারিখ,
নবী পন্থে গেলা নিজ পুরে।
আজি সে দিন ওরস মেলা, সবের আশা পুরাইলা,
মনে হয়না অধম জলীলেরে॥

(৯০)

কেমন জোরাইলা সম্মান।

নাম আলী কামে হায়দর জোলফক্কার কৃপাণ॥

নবীর স্ববংশ আছ্হাব জামাতা প্রধান।

বাহুবলে রাজ্য শাসি কর্ল মুসলমান॥

ত্রিভুবনে আর কেবা হেন বলবান।

প্রভুর সিংহ পদবী পাইল প্রভুস্থান॥

জাহাঁগীরের শিরমণি ফকীরির বন্দান।

জলীলের কি সাধ্য পূর্ণ করিতে বাখান॥

---

(৯১)

জাহাঁগীর পীরের মত মানুষ মিলেনা।

শরিয়ত তরিকতের বাজার কর্ল রঙ্গিনা॥

নানা শাস্ত্র জ্ঞাত হই, ফুলের মালা গলে লই,

হেলি দোলি হ'ল অলী লোকে চরণ ছাড়ে না।

কে জোগায় কেবা খায়, কে তার সুমার পায়,

তহবিলে নাই কিছু শাহিন শাহি কারখানা॥

কিবা মক্কা সব সংসার, জাহাঁগীরের অধিকার,

মির্জ্জাখিলে বাস করে সকলে টের পায়না।

পীরে দিল জাঁহাগীরি, খোদার ভাবে লোক ধরি,

পরকালে নিস্তার হ'তে করি দেয় ঠিকানা॥

যেন পুত্র হেন বাপ, দরশনে খণ্ডয় পাপ,

জলীলে কহি কি যার ভবে নাই তুলনা।

(৯২)

গৌছি নিশান। জাহাঁগীরের সান গো।
জাহাঁগীরের সান গো ॥
যেন শরিয়ত, হেন তরিকত, হোসে বাজাই দোন খান।
সাধি মারেফত, ধরি হাঁকিকত, রসুলের পিছে পিছে যান ॥
সেবা গৌছ ইয়, নাদে পরিচয় নিজ্জাতে না চাহে মান।
যে পাইল চিন, হইয়া অধিন, চরণে ভজিল তান ॥
অন্ধ চক্ষু যার, না পাই বিচার, যদি আমে সন্দ জ্ঞান।
হিংসা নাই করে, তোষয় সাদরে, যোগ্য বুঝি দেয় দান ॥
সংসারের ভার, যে লইছে তার, কহি ফুরায় কি বাখান।
সে গৌছের সেবা, জলীল নাছাড়িবা, কায়া হীন হইলে প্রাণ ॥

---

(৯৩)

কিবা আকাশের চান, কিবা আকাশের চান।
দিনে দিনে কি চমকের জাহাঁগীরি শান ॥
প্রভুর নিজ জাতে কিরূপ জোগাইছে তান।
আঁখির ভঙ্গিমা শানে হরি লয় পরাণ ॥
হাসি মুখে আশীর্ব্বাদ যারে করে দান।
সে পায় পরাণ পুনঃ সর্ব্বত্রে কল্যাণ ॥
বাঞ্ছিত লোকে সভা পূর্ণ কি দরবার তান।
ওরস লক্ষ্যে কত আসে নাই পরিমাণ ॥

ব্রহ্ম হ'তে কি বাঙ্গালা সব হিন্দুস্থান।
তাহারি শাসনে সাধু খলিফা পাঠান ॥
মদিনা পৌছিল যার মহিমার নিশান।
জলীলের কি সাধ্য করিতে বাখান ॥

---

(৯৪)

জয় জয়। সদায় জাহাঁগীরের জয় ॥
যত দূরে নিশান উড়ে চান সূর্য্যের কি গমন হয়।
সদায় জয় সদায় জয় আনন্দের নাই সীমানা,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে সবে করে ভজনা,
দয়া কর দয়াময় জলীলে প্রাণপণ করয় ॥

---

(৯৫)

এমন কে আছে যাব কোথায় না থাকি সেবায়।

জাহাঁগীর কেমন পীর আছে কি তুলনা, ভালবাসি সবে আসি পুরায় কামনা, কায়া প্রাণে যেবা মানে প্রেম বাঞ্ছা সিদ্ধি পায় ॥

শাস্ত্র খু'লে বিচারিলে গেছি মোকামে, মির্জ্জাখীলে লোকের মিলে পাইবা তাহানে, জলীলে সার পাই বিচার দ্বার ছাড়ি নাই যায় ॥

---

(৯৬)

কিবা মন্দিরে, মন হতে প্রভুর, পীরের নন্দন সাজে।
খলীল সুনন্দন, যেহেন কাঞ্চন, দেখ কি সুন্দর লাগে॥
হইছে আগমন, রাস্তোল্লা দরশন, চলেছি খলীলের সঙ্গে।

---

(৯৭)

পীরের শাহ জোলফক্কার।
জলীলের সহিতে লও সালাম আমার॥
গুণে তীক্ষ্ণ যেহেন হায়দরি তলওয়ার।
জাহাঁগীরি প্রেম জুরি ভাসিলা সংসার॥
মজাইলা খোদার ভাবে লোক বেশুমার।
গেলা হজে জেয়ারতে মক্কা মদিনার।
জাহাঁগীরের কামে পাইতে উল্লাস অপার।
আইসনি চাই রৈছি দিগে আপনার॥

---

(৯৮)

অমৃতের গাছে। খাইলে শেষ নাই কি, সার মধু আছে।
খাইলে শেষ নাই কি, সার মধু আছে॥
বৃক্ষ ভরা ফল ফুলে, অমর হইবে তোমাই খাইলে,
আসে যায় ভ্রমর পাখী কত বসেছে।
ঐ না বাথান জাহাঁগীরের, শুনি প্রাণ থাকেনা সবের,
নিত্য নব পায় মধু তাই জলীল এসেছে॥

---

(৯৯)

প্রেমে সাজিয়াছে শ্যাম।

বিবাহ আনন্দে নাচি জানাই সালাম ॥

শ্যামের কিতন মোহাম্মদি আহাম্মদ নাম।

কিবা লক্ষণ জাহাঁগীরি আছে কি উপাম ॥

রবি শশী মিসামিসি কি উল্লাসের কাম।

রৌনকে অধিক উজ্জ্বল মির্জ্জাখীল গ্রাম ॥

---

(১০০)

কেমন সাহেব সুজন, কেমন সাহেব সুজন।

শাহ সৈয়দ এমদাদ আলী হৃদাখি দর্পণ ॥

পীর মানি তানে নিরক্ষিল যত জন।

কামেল হ'ল তাতে পাই প্রভু দরশন ॥

ভাগলপুর দেশী তিনি কুতুব কেমন।

বাঞ্ছা মিলে সু আস্তানা করিলে চুম্বন ॥

জাহাঁগীর কুতুব হ'ল করিয়া সেবন।

জলীলে কি অন্ত পাবে কহি সে বচন ॥

---

(১০১)

বন্ধু দিয়া প্রেমের জ্বালা।
মিলনের আশা দি দি পরাণে বধিলা॥
আসিল বসন্ত রীত, শুনিয়া ভ্রমরের গীত,
প্রেমেতে মজিয়া সবে কত করে খেলা।
পাইয়া প্রেমের আশ, সমূলে হইলাম নাশ,
তথাপি বিচ্ছেদের জ্বালা ভাগ্যে না ছাড়িলা॥
জাহাঁগীর পীরে কহে, প্রেমের দুঃখ যেবা সহে,
বন্ধু সে পাইবে জলীল না করিলে হেলা।

---

(১০২)

অল বন্ধুরে বাজাইয়ে মুরলী পরাণে বধিলা মোরে।
মুরলীর শব্দে প্রাণ ছট্‌ফট্ ছট্‌ফট্ করে॥
জ্বলি উঠে প্রেমের আগুণ থাকৃতে নারি ঘরে।
বাহিরে সংসারের জ্বালা সহেনা শরীরে॥
সাগরেতে ঝম্প দিলে শীতল যায় দূরে।
কাছে বন্ধু তার সাফল্য যদি দুঃখে মরে॥
জাহাঁগীর বিহনে জলীল যাব কার কোরে।

---

(১০৩)

শ্যাম জাহাঁগীর গো অধমেরে লওনা তরাই।
প্রেমের অতিথ কামে পতিত ডাকিলে কি কারে পাই॥

প্রেম হন্তে কি জ্বালাতন সর্ব্বস্ব হারাই।
গেলনা কাল ভবের জঞ্জাল দুঃখে দুঃখে কাল কাটাই ॥
কি বড় কি ছোট তোমার দৃষ্টি ছাড়া নাই।
সুদৃষ্টি হইলে দুঃখী জলীলে সুসার পাই ॥

---

(১০৪)

কি বল্‌ব প্রাণধন, যে দুঃখ এখন,
নিরন্তর অন্তরে করে জ্বালাতন।
কি প্রেম সুরা করি পান, বিদরে পরাণ,
হয় কি নিবারণ, যদি হয় মরণ ॥

ও কি, প্রেমে হারি রাজ্য গেলাম যার পাশে, সেই ভাল ছিল থাকৃতেম সহবাসে, [এখন] কোন দশা বাদি হই অবশেষে, পুনঃ দেশে এনে হই বিচ্ছেদে দাহন।

ও কি, শান্তি পাব ভাবি জলেতে গমন, প্রেমের বিষম জ্বালা নহে নিবারণ, [এখন] কি দুঃখ সাগরে হইল ডুবন, জাহাঁগীর বিহনে জলীল বাঁচ্‌বেনা কখন ॥

---

(১০৫)

যাইব কোথায়।
(ও শ্যাম) অন্য দেখায় প্রাণ না জুড়ায় ॥
প্রেম করিলাম সুখ আশায়, দুঃখে দুঃখে দিন কাল

যায়, লোকে চাতুরায়।

অনাদরে ছি ছি করে বিনা দোষে রোষে আমায় ॥

জলীল জাহাঁগীর ভাবনায়, শেষ হইলাম জ্বালায় জ্বালায়, প্রাণ যাইতে চায়। রক্ষা আর নাই, ভজিয়া যাই পড়ি থাকিম ঐ শ্যামের পায় ॥

---

(১০৬)

কৈ যাব প্রাণ সজনি।
আশায় প্রাণ ত্যজিব বিরহিনী ॥
হাসি খুসির প্রেম বান্ধি, ঘটিল কি কান্দাকান্দি,
সৈ, ছাড়্লে ছাড়া যায় না এখনি।
ইই জাহাঁগীর ভিখারী, ভিক্ষার জন্যে আশা করি,
সৈ, এলাম জলীল প্রেম কাঙ্গালিনী ॥

---

(১০৭)

দোষিত করিরে প্রাণ দোষী বলি রাগ হইওনা।
ফাঁদে বাজাই ফিরি না চাই অপমানে কান্দাইওনা ॥
শুন প্রাণ জাহাঁগীর, হই জলীল কামে বাহির,
দোষি হইলে শরীর প্রাণ দিলে কি মুক্ত পাইনা।

---

(১০৮)

ও শ্যাম কর্‌লাম প্রাণপণ, ও শ্যাম কর্‌লাম প্রাণপণ।
এ জীবনে না পাবনা তোমার দরশন॥
তোমার লাগি বল বুদ্ধি ধন মাল জন (ও শ্যাম) ধন মাল জন।
জাতিকুল হারাইলাম পাইনা তোমার মন॥
জাহাঁগীরি সানে জলীল হই জ্বালাতন (ও শ্যাম) হই জ্বালাতন।
তোমার উদ্দেশে, কি না ঘুরি ত্রিভুবন॥

---

(১০৯)

না হয় না মনে আমারে।
জ্বলি পুড়ি দুঃখে মরি কি প্রেমে ছাড়ে॥
প্রেম হন্তে বাহির হই, প্রেম কি পাইলাম সৈ,
পাব আশে দেশে দেশে ফিরি বাজারে॥
করি জাহাঁগীরের আশ, যাবে জলীল কার পাশ,
অনাদরে ছি ছি করে কি জাননারে॥

---

(১১০)

কেন কদমতলে নিলারে।
খোলা খুলি দেখা যদি না দেওরে, ও শ্যাম শ্যামরে॥
প্রেমে ডাকি ঘুরাও থাকি কদম্বের আরে,
দিবা না মিল আছে নাকি হেন অন্তরে।

চাহি রৈলাম শ্যাম জাহাঁগীর জলীল সেই থরে,
কদমতলে না মিলিলে যাব কার ঘরে ॥

---

(১১১)

ও তোমা প্রেমে সব হারাইলাম।
কিবা ধন কুল মান ভেস ত্যাগীলাম ॥

তোমা বিনে ত্রিভুবনে কিছু না চাহিলাম, (ও শ্যাম) কিছু না চাহিলাম। দেশীবাসী ফেলি আসি সুখে কে রৈলাম ॥

জাহাঁগীরি সান হেরি, আপন সঁপিলাম (ও শ্যাম) আপন সঁপিলাম। জলীলের কি আছে বাকী দিয়ে পূজিতাম ॥

---

(১১২)

তোমার জন্যে জ্বলি মরি, না চাহিলে ফিরি,
বল বাঁচি কেমন করি।

বাঁচি কি করি, নিছ প্রাণ হরি, থাকা কি যাবে একাথরি, জাহাঁগীর ভাবি, প্রেমে জলীল ডুবি, আর কি যাইতে পারি ফিরি ॥

---

(১১৩)

প্রাণ নিত্য জ্বলে, প্রেমানলে নিত্য জ্বলে,
শ্যাম বিহনে শান্তি কি মিলে রে।

দুঃখে করে প্রাণ কেমন, ভাজা করা মৎস্য যেমন,
উলটে পুলটে তপ্ত তৈলে রে ॥
দেখি দুঃখীর এ লাঞ্ছনা, বুঝি শ্যামের মন পোড়েনা,
নহে জ্বালাইতনা অনিলে রে।
জাহাঁগীর হ'লে এমন, জলীল বাঁচিবেনা কখন,
জ্বালা জুড়াও বাসনার জলে রে ॥

---

(১১৪)

জ্বালাইওনা শ্যাম, পরাণে মৈলাম, দুঃখীর পুরাও মনস্কাম।
জনমের সাফল্যতায় তোমা দেখিলাম, মজিয়া যাই সব হারাই নিজ নাশিলাম ॥
মনের দুঃখ সংসারে আর কে বুঝিবে শ্যাম।
দুঃখীরে আর দুঃখ দিওনা পায় পড়িলাম ॥
জলীল হীনে তোষি কেনে জাহাঁগীর সুশ্যাম।
উপরিস্থ চাহি কৃপা কর ভজিলাম ॥

---

(১১৫)

মনের অনল, হয়না শীতল, কি করিলা শ্যাম জাহাঁগীর,
নাইগো ঔষধ, মানেনা বোধ, জ্বালায় জ্বলি সদায় অস্থির।
বিষম পিরীতির আগুন, বিরহীরে জ্বালায় দ্বিগুণ,
জলীলে কি করি এবে হইতে চায় প্রাণ বাহির ॥

(১১৬)

কত জ্বালাবি ও প্রাণের প্রাণ রহি দূরান্তর।
অহে বন্ধু আ'শ কোরে, চক্ষু ভরি চাহি তোরে,
শুনিলে মধুর বাণী জুড়াবে অন্তর॥
দূরে রবে জানিতাম, প্রেম নাই করিতাম,
করিত জলীলে মাগি জাহাঁগীর গোচর।

---

(১১৭)

ও শ্যাম দিয়াছিনা প্রাণ উপহার।
প্রেমের কাতর হই ভজি ত্যজিওনা আর॥
বিরহিনী জ্বলি পুড়ি, পিপাসায় মিনতি করি,
পিরীত খেলি শান্ত কর দুঃখিনী তোমার।
জাহাঁগীর প্রাণের প্রাণ, নাকরিবেন প্রেম দান,
তবু কেন জলীলরে করলেন ছারখার॥

---

(১১৮)

ও দরদের শ্যামরে।
তোমার লাগিরে শ্যাম, আমি আমা পাশরিলাম, কিবা
দুর্ল্লভ প্রাণ হারাইলাম রে॥
সর্ব্বস্ব সংসার ত্যজি, রহিলাম তোমারে ভজি,
আর কে পুড়াবে মনস্কাম রে।

হেন নহে এই ছার, মর্জির যোগ্যতা তোমার,
দয়াল মাত্র আশায় রহিলাম রে॥
জাহাঁগীর শ্যামের মিল, না পাইলে এ জলীল,
প্রাণ ত্যজিব ধরি শ্যামের নাম রে।

---

(১১৯)

সুখের বেলায় ছাড়বিনা গুমাণ।
ও পরাণের পরাণ॥
গুমাণে গুমাণে থাকি, নাই আ'স লাজে নাকি,
আ'স আ'স পোড়েনা প্রাণ, কেমন তোমার হৃদয় পাষাণ॥
জাহাঁগীরের লাগি জলীল, হইলাম না বনের কোকিল,
জ্বলি কালা জাগি চোখ লাল কুহু কুহু গানে প্রেম চাহি দান॥

---

(১২০)

মনের আশা পুরাবি কখন।
প্রাণেত আর সহেনা প্রেম যাতন, পরাণের বন॥
ঘরেতে আসিবা বলি, চাহি রৈলাম খিরকি মেলি,
জাইগে জাইগে গেলরে ছুই নয়ন, ও পরাণের বন।
জাহাঁগীর জলীলে চিনতাম, চক্ষু হ'তে না ছাড়িতাম,
বুকে রাখি করিতাম প্রেম সাধন, পরাণের বন॥

(১২১)

ও জাঁহাগীর শ্যামরে।

তোমার বিরহিনী জ্বলি পুড়ি মৈলাম রে॥

মৈলাম মৈলাম কোথাতে শ্যাম কি প্রেমে মজিলাম রে।

কায়াপ্রাণ সপি তোমার মন না পাইলাম রে।

তোমারে চাহিয়া প্রেমের সাগরে ডুবিলামরে।

শান্তি অমিল কৈ যাইম জলীল তোমার খোঁজে রৈলাম রে॥

---

(১২২)

দারুণ সুখের লাগি এত দূর্গতি।

যার না হয় সুসার পিরীতি, কোথায় বসতি।

ত্রিভুবন বিচারিলাম করি পাতি পাতি।

কি করিব কোথায় যাব তথা না পাই সারথি।। কোথায় বসতি॥

জাহাঁগীর পায় এ জলীলের সুখের আরতি।

বিদেশীর সঙ্গে মজাই চাহি রৈলা না মাতি।। কোথায় বসতি॥

---

(১২৩)

বিনয় ডাকি লজ্জায় নাকি আসনারে।

রৈলে বুকে বল্‌ব নাকি কারে॥

শ্যামের বসত হউক হৃদ মাঝারে, স্বর্গের সুখও চাহিনা রে।
শ্যামের সার কথা কি কে প্রচারে, আশা কি না পুরনারে,
শ্যামের জাহাঁগীর নাম অনুসারে, জলীল বন্দি নই নারে ॥

---

(১২৪)

নাদিলে সার দেখা কেন জাগাইলা আমায়।
স্বপ্ন দেখায় শান্তি কোথায় মৈলাম নিত্য ভাবনায় ॥
তোমার সুসার দেখা পাইতাম, জনমের দুঃখ পাসরিতাম,
কপালে ধর্‌বেনি তাহা রহিলাম যত অনিদ্রায়।
জাহাঁগীর জলীলে চাই, যেন স্বয়ং দেখা পাই,
স্বয়ং দেখায় শান্তি মিলায় আর দেখায় কি সাধ্ মিটায় ॥

---

(১২৫)

বন্দার আর ত লক্ষ্য নাই।
মাওলা ছাড়ি অধম বন্দা যাব কার ঠাঁই ॥
প্রেম হস্তে আপন পন্থে সুগতি করাই।
অন্য পন্থে নাই ভ্রমা দূর্গাতা বানাই ॥
আপন দ্বারের প্রেম ভিখারী ভিক লই ফিরাই।
অন্য দ্বারে নাই নিয়া নিলজ্জা বানাই ॥
জাহাঁগীর দরবারের বন্দা জলীল কহাই।
অন্য দুরবার নাই দেখা বেদিশা বানাই ॥

(১২৬)

ও পরাণের বন রে,

দুঃখে কেনে ধরাইলা মন রে।

যে দুঃখ দশায় যায় দিন, প্রেমরাখা সুকঠিন,

দুঃখীরে কি হ'লা বিস্মরণ রে॥

সাঁতার দিলাম প্রেম সাগরে, সদায় কু বাতাস করে,

লহরের বারিয়ে নারয় প্রাণ রে।

ভাসি বেড়ায় কাল সাপিণী, শত মুখে হানী হানী,

দংশে বুকে না যায় সহন রে॥

অকুল সমুদ্রের পারী, কুল করিতে নাই পারি,

তোমার নাম জপি সর্ব্বক্ষণ রে।

জাহাঁগীরি প্রেম জুড়ি, জলীল ঐ দশায় মরি,

দয়া দানে কর পরিত্রাণ রে॥

---

(১২৭)

অবলা পরাণে মাগে পিরীতি।

বঁধু হৃদে মিলি পূর্ণ কর আরতি॥

দারুণ প্রেমের লাগি এত দুর্গতি।

প্রাণে প্রেম ছাড়েনা হবে কি গতি॥

জলালে জাহাঁগীর করি যে ভক্তি।

প্রেমে মিলে দুই কুলে আনন্দ মুক্তি॥

---

(১২৮)

ও প্রাণের বন, মজালি মন, উপায় কি এখন।
একা রহি, এ বিরহী, হব কত জ্বালাতন॥
জ্বলি পুড়ি পিরীতির লাগি, ঘর বাড়ী দেশ ছাড়ি হই বৈরাগী, কুল মান ত্যজি আসি পাইনা সুদরশন।
এ জলীলে করি মিনতি, জাহাঁগীর বন্ধুয়ার মাগি পিরীতি, দয়া বিনা বাঁচিবেনা বিরহিনী দুঃখীজন॥

---

(১২৯)

বন, বিরহীর শুন নিবেদন,
মরি দুঃখে কৃপাচক্ষে কর নিরক্ষণ॥
(ও পরাণের বন্ধুরে) কিবা বাহির করি পুরার প্রেমে মজাই মন। জঞ্জাল বাড়াই রহিলা চাই যায়না সহন॥
(ও পরাণের বন্ধুরে) আশ্বাস বাণী বিশ্বাস আনি হইছি অর্পণ। কি না মজি নাই বুঝি পুছনা এখন॥
(ও পরাণের বন্ধুরে) কি দিয়া তোষিব তোমায় নাই হেন ধন। জাহাঁগীরের হ'লে আদর জলীলের তরণ॥

---

(১৩০)

হায় হায় রে।
বন্ধু রসসিন্ধু, না মিলিলে বিন্দু, মাগিব আর কার দ্বারে॥

এমন সুরস, তাতে সব বশ, যত হরে তত বাড়ে,
কমে কি সাগর, বহে নিরন্তর, হেন সিন্ধু নহে নারে।
জাহাঁগীর জ্বালায়, জলীল শোষি যায়, রস বিনা প্রাণ রহেনা রে ॥

---

(১৩১)

শ্যাম বাসনা তোমার।
বাসনা তোমার, পড়্‌লেম দুঃখের মাঝার ॥
বিদেশী পাই কি নাই গোরশী আমার।
জাহাঁগীরি সানে পাও রসিক অপার ॥
জলীল ফাঁকে মরি প্রেম কর কি বাহার।

প্রেম ও স্নেহ গীত।

(১৩২)

সহ সহ বল সহানি যায়।
প্রেমেরি দাহন, নহে নিবারণ, সর্ব্বাঙ্গ আমার [illegible] ॥
প্রেমে বিনাশিল, দুঃখে কান্দাইল, সব পাশরি [illegible] আহার। দেখা ঘন ঘন, ইচ্ছেনা এখন, ধৈর্য্যতা মানে [illegible] জ্বালায় ॥

জ্বালার সাগরে, ভাসি সেই নীরে, ক্ষমা নাই ডুবাই মারিতে চায়। জাহাঁগীর বিনে, তুলি লবে কোলে, জলীলের বান্ধব আছে কি কোথায়॥

---

(১৩৩)

কে আছে কে যাবে দুঃখের সংবাদ লই।

ও সৈ বন্ধু আমার গেল কৈ॥

বুঝিলামনা বন্ধুর চরিত, হবে দূরাদূরি হেন না করতাম পিরীত, হই দুরাদূরি, বন্ধুর লাগি জ্বলে চিত জ্বলে চিত, হই দূরাদূরি ধৈর্য্য ধরি থাকতে নারী একা হৈ।

জাহাঁগীর সে দিয়ে প্রেম আশ, নিল প্রাণ হরি জলীলেরে করি নাশ, নিল প্রাণ হরি, কে করিবে গৃহবাস, গৃহবাস নিল প্রাণ হরি দুঃখে মরি কেমন করি থাকি সই॥

---

(১৩৪)

এ দুঃখ তনে সহেনা, বন্ধু বিনা দুঃখীর মনে ধৈর্য্য মানেনা।

ধৈর্য্য মানেনা, ধৈর্য্য মানেনা॥

প্রেমের দেখি সুলক্ষণ, প্রেমে কি মজিল মন,

জ্বালাতন হই এখন ঘরে রৈতে পারিনা।

প্রেম জ্বালা সহিতে নারি,, উলাহস্ত হই ফিরি,

লোকে দেখি শ্যাম কলঙ্কি বলি করে ঘোষণা॥

প্রেম যদি প্রকাশ হয়, সুজন বন্ধু না মিলয়,
তাই যত্নে ভাবি মনে অন্যে যেমন জানেনা।
নিষ্কলঙ্ক বন্ধুর লাগি, হইনারে কলঙ্কের ভাগী,
দুঃখ সহি প্রেমে দহি বন্ধুয়ার মন পাইলাম না॥
নৈরাশ না হইও প্রাণি, লাতোক্নতু বন্ধুর বাণী,
খণ্ডিবেনা দুঃখ বিনা ভিক্ষা কার মিলেনা।
জাহাঁগীরের সেবি চরণ, জলীলে পাইয়া চেতন,
ভাবি মনে বন্ধু বিনে কেহ নহে আপনা॥

---

(১৩৫)

সাধে আমার প্রাণ কানুতেছে তবু কালার মন না পোড়ে।
স্বপ্নের মত কি দেখিলাম সে মতেও পাইনা তারে॥
আর নয়নে চাহি কালা, করে মন প্রাণ উতলা,
সাধ বাড়াই মিটাইছেনা সহ্য হয় নাকি অন্তরে।
ঐ কালা জাহাঁগীর নাম, জলালে প্রেম আশে রৈলাম,
হৃদয় রাখিতে নারি মনে কেমন কেমন করে॥

---

(১৩৬)

সরল প্রেমের ঐ জাহাঁগীর পারিনা ভুলিতে।
(ও সৈ) যারে স্মরি যাই মরি অমর হইতে॥
দেখ মনের মানুষ কিনা গো প্রাণ জোগায় ঈষৎ হাসিতে।

(ও সৈ) জলীলের প্রাণ যেবা বাঁচান মির্জাখিল পাটেতে ॥
বসি কিবা গৌছি সানে গো কিবা রাজ্য শাসে গোপতে বৈকতে ॥

---

(১৩৭)

কোনে খবর লইব মোর নাহিক দোসর।
নাহিক দোসর আর বন্ধু দেশান্তর ॥
বুঝি বিদেশেতে সুখ বিশেষ, নহে কেন ও প্রাণের নাথ ছাড় এই দেশ, আশ্রয় হারি কোথায় পড়ি রব একাশ্বর।
জাহাঁগীর স্বদেশে নিষাই, প্রেম বাঁধি যাও বিদেশ জলীল কান্দাই, ও বিদেশী নেও দাসী সেবিম নিরন্তর ॥

---

(১৩৮)

জলীল জে'গে পন্থ দিকে রৈলাম চাই, রে শ্যাম জাহাঁগীর বুকে এলনা।
বুকে এলনা (বুকে) বুকে এলনা।
শ্যামের লাগি লাছাই হৃদয় কমল বিছানা ॥
আসিলে করিব কায়াপ্রাণে সেবনা (প্রাণে) প্রাণে সেবনা।
দুঃখ সুখ আলাপনে নিদ্রা যাইবনা।
মনের আর্জ্জু পুরাইব সঁপি আপনা (সঁপি) সঁপি আপনা ॥

---

(১৩৯)

ঝম্প দিয় পিরীতির সমুদ্রয়।

বৈদেশী প্রবাসী, শ্যামের শুনি বাঁশী, প্রেমের জ্বালায় মরি লোকে চাতুরি করয়। বুঝেনা দুঃখ সদায় অসুখ ক্ষুধা তৃষ্ণা না লাগয়॥

বাঁশীর দিগে হেরি, বন্ধুয়ার পালে পড়ি, মুখে হাসি নিদ্রা সুখে না আইসয়। প্রেমের কি শাপ শরীরে তাপ বাতাস দিলে শীতল নয়॥

শ্যাম কোথা আছয়, বাঁশীয়ে জানয়, কহি প্রেম জ্বালা হ'তে রক্ষা কি করয়। অবিরত জ্বলে চিত্ত জল দিলে আর না নিবয়॥

জলীলের বিনয়, ভাবিয়া হৃদয়, বাঁশী হ'তে লও এবে শ্যামের পরিচয়।

বাঁশী পীর জাহাঁগীর বিনে আমার কে আছয়॥

---

(১৪০)

বল যাব কার কাছে।

নাম মধুর মধুর মধুর মনে লা'গেছে॥

বঁধের কিরূপ রঙ্গ দেখি, মজি গেল দুই আঁখি,
বাসনা পাই প্রাণ উড়াই বন্দি হৈয়াছে।
বাসনায় কি প্রেম হানে, ক্ষমা শান্তি নাই প্রাণে,
শাহীর চাই জাতি হারাই কুল গিয়াছে॥

অকুলিরে কুল দিতে, দুঃখী জলীল শান্তাইতে,
বন্ধু বিনে ত্রিভুবনে হেন কে আছে ॥

---

(১৪১)

বনে গেলে পাখী কুহরে। শুনি বিরহিনীর পরাণ বিদরে ॥
প্রেমে শান্তি নাই, বিশ্রাম কি পাই,
সদায় বঁধের লাগি মন পোড়ে।
শ্যাম বিনে কোথায়, প্রাণ না জুড়ায়,
ঝম্প দি শীতল না পাই সাগরে ॥
জলীল সাধি যাও, জাহাঁগীর মানাও,
কি সুখ মিলবে প্রেমের নগরে ॥

---

(১৪২)

বঁধেতে ভুল নাই, ডাকেত প্রেম জাগাই,
কেমনেই ভুলিব তারে।
প্রেমে শান্তি নাই দুঃখ সহা কি যায় তারে।
ভুলি ভুলি যত করি তত স্মরণ বাড়ে ॥
স্মরণ মরণোধিক দুঃখ কহি কারে।
বন্ধুয়ারে ভুলা না যায় ভুলি আপনারে ॥

আপন ভুলি রৈতে নারি প্রাণ জুড়াইবারে।
জাহাঁগীরের দ্বারে জলীল আসি বারে বারে॥

---

(১৪৩)

রে, প্রেম ছাড়্তেগো পার্লাম না।

বনে গেলে নহে বারণ কি জ্বালা যন্ত্রণা (ও সৈ) কি জ্বালা যন্ত্রণা॥ জল স্থলে ঘুরি বেড়াই সৈ উপায় কি মিলেনা।

বুঝি শ্যাম বন্ধুয়া বিনে দুঃখ যাইবেনা (ও সৈ) দুঃখ যাইবেনা। তাই জলীলে ভজি করি সৈ জাহাঁগীর সেবনা॥

---

(১৪৪)

যাব কৈ পড়িম কার গলে। ২
কেমন মধুর নিশি, উদিল শরতের শশী,
হাসি মুখে কুমদিনী খেলে
চকোরের অমিয়া পান, দেখি ফাটি যায় প্রাণ,
রঙ্গ চাহে বন্ধুয়া নিরলে।
প্রেমে পাগল বানাইল, মিলি শান্ত না করিল,
সেই দুঃখ রহি গেল দিলে॥

হাসি কহিলে কথা, যাইবে মনের ব্যথা,
জাহাঁগীর কি ছাড়িবে জলীলে।

---

(১৪৫)

নাজানি কি করলেন ঐ শ্যাম জাহাঁগীরে।
পোড়ে মন থাকতে নারি ঘরে॥
ঐ নাম লইতে শুনিতে প্রাণে, বাহির হয় বাহির হয় সদায় করে।
ঐ শ্যাম বিনে জলীল কি পাই, করে জ্বালাতন অন্তরে॥

---

(১৪৬)

আহা; সাধের পিরীতি করি কা'নতে হইল।
কা'নতে হইল (ও সৈ) কা'নতে হইল॥
পিরীতি বিষম জ্বালা, সহি কত এ অবলা,
প্রাণ বাহির হইতে চায় জ্বালা কি গেল॥
কি করিল জাহাঁগীরে, অবিরত মন পোড়ে,
জলীল সে বন্ধু বিনে দুঃখে রহিল॥

---

(১৪৭)

মরমেরি দুঃখ জানাই কেমনে।

কহা কি যায় কিবা জ্বালায় প্রেমের আগুনে॥

আহা! কি মধুর নিশি, কুমদিনী পাই শশি, করে কত হাসি খুসি, সহি কেমনে।

হতাশ চকোরে চাহি আকাশ পানে ; প্রেমের আগুনে॥

জাহাঁগীর বন্ধুয়ার, শশিমুখের সুধাধার, পাইতে প্রাণ উপহার, রাখি চরণে।

এই জলীল শূন্য দেহ মরি লাঞ্ছনে, প্রেমের আগুনে॥

---

(১৪৮)

ও সৈ আমি মৈলাম, মৈলাম আমি শ্যামের ভাবনায়॥

বাবরি চুল কর্ণতক শোভিয়াছে মাথায়।

চন্দ্রিমা মুখ প্রাণের বন্ধু সৈ পাসরাতে না যায়॥

ঐ শ্যাম জাহাঁগীরি সানে বাঝাইয়া কাঁদায়।

নিরলে চাহিয়া রৈছি সৈ জলীলের কি উপায়॥

---

(১৪৯)

আমার প্রাণ লই প্রাণের বন্ধু লুকাইল কোথায়।

আসিবে আসিবে করি আশায় জনম যায়॥

হাসি কহিলে কথা, যাইবে মনের ব্যথা,
জাহাঁগীর কি ছাড়িবে জলীলে।

---

(১৪৫)

নাজানি কি করলেন ঐ শ্যাম জাহাঁগীরে।
পোড়ে মন থাক্‌তে নারি ঘরে॥
ঐ নাম লইতে শুনিতে প্রাণে, বাহির হয় বাহির হয় সদার করে।
ঐ শ্যাম বিনে জলীল কি পাই, করে জ্বালাতন অন্তরে॥

---

(১৪৬)

আহা; সাধের পিরীতি করি কা'নতে হইল।
কা'নতে হইল (ও সৈ) কা'নতে হইল॥
পিরীতি বিষম জ্বালা, সহি কত এ অবলা,
প্রাণ বাহির হইতে চায় জ্বালা কি গেল॥
কি করিল জাহাঁগীরে, অবিরত মন পোড়ে,
জলীল সে বন্ধু বিনে দুঃখে রহিল॥

---

(১৪৭)

মরমেরি দুঃখ জানাই কেমনে।

কহা কি যায় কিবা জ্বালায় প্রেমের আগুনে।।

আহা! কি মধুর নিশি, কুমুদিনী পাই শশি, করে কত হাসি খুসি, সহি কেমনে।

হতাশ চকোরে চাহি আকাশ পানে ; প্রেমের আগুনে।।

জাহাঁগীর বন্ধুয়ার, শশিমুখের সুধাধার, পাইতে প্রাণ উপহার, রাখি চরণে।

এই জলীল শূন্য দেহ মরি লাঞ্ছনে, প্রেমের আগুনে।।

---

(১৪৮)

ও সৈ আমি মৈলাম, মৈলাম আমি শ্যামের ভাবনায়।।

বাবরি চুল কর্ণতক শোভিয়াছে মাথায়।

চন্দ্রিমা মুখ প্রাণের বন্ধু সৈ পাসরাতে না যায়।।

ঐ শ্যাম জাহাঁগীরি সানে বাঝাইয়া কাঁদায়।

নিরলে চাহিয়া রৈছি সৈ জলীলের কি উপায়।।

---

(১৪৯)

আমার প্রাণ লই প্রাণের বন্ধু লুকাইল কোথায়।

আসিবে আসিবে করি আশায় জনম যায়।।

এ্রকি প্রেমে হই বন্দি, মানে সে কোন সন্ধি,
নিঠুর ভাবে শূন্য দেহ সতত জ্বালায়॥
জাহাঁগীরি প্রেমে পড়ি, প্রাণহারা জলীলে ঘুরি,
বন্ধু তালাস করি তবু মন পোড়ে সদায়॥

---

(১৫০)

ঐ শ্যাম বিহনে থাক্‌তে পারিরে।
সেবন বিনা প্রেম হয়না (লোকে নিন্দা করে ওসৈ
লোকে নিন্দা করে।
জ্বালার উপরে জ্বালা সহেনা শরীরে রে॥
বন্ধু হ'তে নিলাম ফিরাই (বুঝাই মনরে, ও সই)
বুঝাই মনরে।
মনে বুঝাই বঁধের মুখি ফিরাই আন্‌ল মোরে রে॥
শ্যাম বিনে কি কোনে আদর (করে দুঃখিনীরে ওসই)
করে দুঃখিনীরে।
জলীলে তাই জাহাঁগীরের পড়ি পায়ের পরেরে॥

---

(১৫১)

শ্যাম বন্ধুয়ার দেখা শুনা নাই।
ও সই জাগিয়ে রাত্রি পোহাই॥

ও সই বন্ধুয়া আসিলে, ও মুই পা মুছিব চুলে, চুম্বি জুড়াইব অঙ্গ রাখিমু হৃদকমলে।

কে মিটাবে মনের ঐ সাধ শোক পাসরিম্ কারে চাই॥

ওসই জাহাঁগীর ঐ শ্যাম, ঘরে নিরলে পাইতাম, মিশামিশি হই সুখে প্রেম খেলতাম।

সুসার আশায় থাকি জলীল কান্দি কান্দি কাল গুয়াই॥

---

(১৫২)

পাসরিতে নারি বন্ধুরে।

প্রাণ যায় আঁখির ঠারে ওসই প্রাণ যায় আঁখির ঠারে॥

বন্ধু পাসরিতে গেলে, পাসরা যায় আমারে ওসই পাসরা যায় আমারে।

পাসরিতে স্মরণ বাড়ে, সেই সেই অনুসারে, দ্বিগুণ জ্বালা হৃদের মাঝে উঠিলে প্রাণ বিদরে॥

এই জীবন করি নিছন ডালি দিব আর কারে।

জলীল বাঁচি কি প্রকারে, প্রাণের বন্ধু জাহাঁগীরে, হাসি খুসির প্রেম বান্ধি দেখা দিতে চাইনারে।

অন্য দিকে মন না লাগে দেখ্‌ব যাই কাহারে॥

---

(১৫৩)

বিরহ কঠিন দুঃখ আছে নাকি এমন সাজা।
প্রেম না করিত কেহ সাজায় না থাকিত মজা॥
বিরহিনী হয় যে জন, সে জানে বিরহ কেমন, অন্যজনে বুঝিবেনা যদি হয় শত বুঝা॥
জাহাঁগীরি প্রেম করি, এ জলীল বিরহে মরি, নিঠুর হ'লে বিচারকালে সভায় পাবে না লজ্জা॥

---

(১৫৪)

জাতিনাশা দেশ বিদেশ বেড়ায়।
হাউসের যৌবন বৃথায় যায়, ওসই রসের যৌবন বৃথায় যায়॥
জাতিনাশাকে পাবগো বলি, জাতি কুল বিনাশিলাম সব এলাম ফেলি, কেমন বিচার দেখা নাই তার, ঘরের যৌবন পরে চায়।
জাহাঁগীর পায় জলীলের মিনতি, সময় বুঝিলে দুঃখীর পুরে মনের আক্তি, যে যাঁরে চায় যদি না পায় মরণ সমান দুঃখ যায়॥

---

(১৫৫)

আমার মনের দুঃখ রৈল মনে, রৈল মনে।
ঘরের সুজন হয়না সামনে॥
প্রেম করিলাম সুখের লাগি, হইলাম দুঃখের ভাগী,
যাবে নাকি জীবন এমনে।
জাহাঁগীরের যোগে জলীল, প্রিয়তমার পাইব মিল,
আশায় রৈলাম সুখ কখনে॥

---

(১৫৬)

সদায় মনে চায় তাহারে দেখিতে।
যাহারে চাই দেখা না পাই পড়ি দুঃখেতে॥
ঘরে না রহে না সদায়, দেখা মাত্র না দি জ্বালায়।
জ্বালায় পোড়ায় মন না ছুটে ছাড়ি কেমতে॥
জাহাঁগীরের সুদরশন, বিনে পোড়ে জলীলের মন,
বিরহী কেমতে পারি ঘরে রহিতে॥

---

(১৫৭)

দারুণ প্রেম জ্বালারে।
প্রেম জ্বালার এমন জ্বালা নাই কোন সংসারে॥

প্রেম ছাড়া নাই কেহ জ্বালায় বিরহীরে।
বিষম প্রেমের জ্বালা সহেনা শরীরে॥
শুধু নাকি আমি জলীল জাহাঁগীর কিনারে।
প্রাণ বিনা প্রেম জ্বালা কেহ জুড়াইতে নাপারে॥

---

(১৫৮)

কেহ জাননি প্রাণ বন্ধু কৈ গেছে।
হৃদে মোর সে আগুন দিছে॥
প্রেমে আগে মজাইয়া প্রাণ হরি নিছে।
শেষে কত জ্বালাইয়া সর্ব্বনাশ করেছে॥
যারে আছে শূন্য দেহ তারে জ্বালাইতেছে।
একিবারে শেষ করিতে ইচ্ছা কি হইছে॥
দেখাই দিতে পীর বিনে আর কার কি শক্তি আছে।
জাহাঁগীরের আশা ধরি জলীলে রয়েছে॥

---

(১৫৯)

ঐ সুজন, প্রেমিক প্রেমে মজাছে আমার মন।
প্রেম বিহনে প্রেমিক যেমন জল ছাড়া মীনের
মতন॥

প্রণয় আমার যার সনে, তারে পাই বৃন্দাবনে,
কেনে না কারব সেবন প্রাণ করেছি সমর্পণ ॥
জন্মের সাফল্যে জলীল, জাহাঁগীর শ্যাম পাই মির্জাখিল,
তার চরণ করি সেবন প্রেমে হ'তে কাল যাপন ॥

---

(১৬০)

প্রেম করি বন্ধুয়ার মন পাইলাম না।
মন পাইলাম না, ও সই দিল পাইলাম না ॥
বন্ধুয়া আসিবে করি, জল আনিলাম নয়ন ভরি,
বিছাই হৃদকমল শয্যা জাগি না রহিলাম না ॥
ধন জন না চাহিলাম, কুল মান হারাইলাম,
যাহা ছিল কায়া প্রাণ তাহা না সপিলাম না ॥
বন্ধু জাহাঁগীরের পায়, লই কলঙ্ক ডালি মাথায়,
লাজ সরম ত্যাগ করি জলীল না আসিলাম না ॥

---

(১৬১)

আমার কি আদরের শ্যাম, আমার কি আদরের শ্যাম।
দর্শনে যার সব সংসার পাশরিয়া যায় ॥
নয়ন ভঙ্গিমা হেরি পরাণে মইলাম।
মুখের সুধা হাসি পাই জীবিত হইলাম ॥

জাহাঁগীর তুলনা নাই জলীলের কি শ্যাম।
সেবা ভক্তি করি আক্তি পূর্ণ করিলাম॥

---

(১৬২)

সার সুপ্রেমের, আমি সে কাফের,
মুসলমানি কি আর দরকার।
রগাদি আমার, জিনী পৈতা তাঁর,
কি দরকার ব্রাহ্মণী আমার॥
এ দুঃখী হৃদে যতই জখম, ফুলের তুয়া হইতে কি কম,
তামসাকেয়ারির এত কি বিরম, কি দরকার হইল দেখার॥
লোকে যে কহে জাহাঁগীর মূর্ত্তি, জলীল পূজে করিয়া ভক্তি।
হয় হয় পূঁজি পাই সুগতি, লোকের সাথে কি কাজ আমার॥

মহত্ত্বের হীনতা জ্ঞানী গীত।

(১৬৩)

কি কামেল পীর, গৌছজাহাগীর,
বল্লে আমি কিছু নইরে ॥
কার্য্য কর্ম্মকারে, করে হাতিয়ারে,
সেইরূপের যন্ত্র হইরে ॥
নাহই মরায় নাহই জীতায়, আছি যে অপরূপ
অবস্থায়, সকলি আমার প্রভুর ইচ্ছায়,
করাইলে করি লইরে ॥
লোক দেখি প্রায় দুরাশা চিন্তায়, শান্তির জন্যে
ঐ অবস্থা শুনায়, শুভাশুভ টের তাতে পাওয়া
যায়, শুন কেন জলীল রৈ রে ॥
আর কি ইঙ্গিত মিলে অবস্থায়, হেন হইলে প্রভু
রাজি পায়, সৌষ্ঠবে প্রেমে বসতি করায়,
নহে সুসার পায় কৈ রে ॥

---

(১৬৪)

দান করিগো হয়—॥
পীরিপদ সবের নয় মুর্খেরেও দান করিগো হয় ॥
জ্ঞাতি বিদ্বান চাহি দিতাম এক্তেয়ারী কাজ নয় ॥

প্রভু চিনায় সেবা যোগ্য আমার দিতে হয়।
নবুওৎরূপ বেলায়তি বিদ্যা তাতে দরকার নয়॥
মুসানবীর আসার মত হৈ আমি নিশ্চয়। মুসা
মুকা আসার করল সকলের সে প্রতায়॥
মন না ভাবি সবে জলীল দূর চিন্তা করয়।
যাকে দেয়ায় বাঁচি দেই আম্মার চেষ্টায় নয়॥

প্রার্থনা গীত।

(১৬৫)

আল্লা স্থায়ী রাখরে॥
স্থাই রাখরে জাহাঁগীর শ্যাম নগরে॥
নয়নের কি ভঙ্গিমা সবের প্রাণ হরে। হাসিলে—
কিঞ্চিত মাত্র প্রাণ পাই তরে॥
সুসঙ্গে বসিয়া কথা কহিলে পাপ হরে। রহি
সেবিলে পায় মুক্ত জন্ম জন্মান্তরে॥
শুধু না জলিল কি সবে ভজে নিরন্তরে। যে কেহরে
অনাদরে নৈরাশ না করে॥

---

(১৬৬)

অহে রসুল আল্লার ; জাহাঁগীর আস্তানায়
আশ্রয় লইলাম তোমার ॥
ঘাসের ন্যায় জলীলে আন্‌লাম পাপের—
পাহাড় ॥

নবীজিরে অনুরোধ কারিত দুইকুলের মাঝার। দ্বারে সগুজ পৃষ্ঠে এলাম লই পাপের ভার। তুমি বিনে আশ্রয় কি থর নাই টিকিবার। দয়া কর সৈয়দজি দুরবস্থায় আমার ॥

নবীজিরে নাই দিন ও দুনিয়াতে সাহায্যকার আর। দোষিত আসিলাম লজ্জায় কালামুখ আমার। যদাপি অপার পাপ ভরসা দয়ার। লই এলাম লাতোক্লুতু আয়ত সাক্ষি তার ॥

নবীজিরে চারিদ্রব্য আন্‌লাম শাহ ঘরে নাই তোমার। অসাহায্য অযোগ্যতা অক্ষেম পাপ অপার। যদি বা কালামুখ দেখান বিষয় লজ্জার। দয়ার চক্ষু খুলি চাহ সাদা চুল আমার ॥

জাহাঁগীর লোকান্তরি গীত।

(১৬৭)

ত্রিভুবনে লয় তোমার নাম॥
সিদ্ধি পাই মনস্কাম, ওশ্যাম
সিদ্ধি পাই মনস্কাম॥
পৈতৃক নাম মোখলেছর রাহমান, পীর হইতে
জাহাঁগীর খ্যাতি পাইলাম, পাঠায় সেখুল
আরেফিন নাম প্রভুর কিবা শ্যাম।
নবীর জন্ম দিনে জন্মিলেন, তাহান যে স্বভাব
চরিত সব পাইলেন, যদি পাওয়ার হত
পাইতেন পয়গাম্বরিকাম॥
বারশ সাতচল্লিশ মঘী লই, পাঁচ চল্লিশ মিলাই
সে বাংলা কি তেরশ দুই, হিজরি তোমার লোকান্তরি
সনে পাইলাম॥
নয় ভাদ্র বার জিলকায়াদে, সোমবার প্রাতে
মির্জাখীলে কায়াছাড়ি সাধে, নবীর মতে চলি
গেলেন যথায় আসল শ্যাম॥
কুতুবের কুতুব আপন, সে পদ পাই পুত্র যে হাই
চালায় ত্রিভুবন, সবের শুভ পাঁজরায় সে
পাইল মোকাম॥
যেন বনি ইস্রাইলে নবী, হেন তোমার বংশে
বিলী হ'তেছে কুতুবী, মহিমা কহি কি জলীল
অন্ত পাইবাম॥

(১৬৮)

সমন না ফিরাই, চলি গেলেন এসব ফেলাই।
স্ত্রী পুত্র ইষ্ট মিত্র সবে রৈলাম চাই॥
আপে কিবা গৌছ মোহাম্মদ আবদুল হাই।
পাইলেন জাহাঁগীরি সপিলেন কার ঠাই॥
আপনা পদবী যাহা তাহা পুত্রে পাই।
বলিছ শাসিবে কার্য্য ততদিন রহ নাই॥
বাঙ্গালা তেরশ আটাইস পাঁচচল্লিশ কমাই।
মঘী করি ছয় ভাদ্র দিনের এগারটা পাই॥
ঐ সনে তেরশ উনচল্লিশ হিজরি চাই।
সতর জিলহজ সোমবার আর নবী আয়ু পাই॥
শহিদাবস্থায় দিনমণি অস্ত যাই।
সংসার আঁধার করি কেনে রহিলা লুকাই॥
পিতামতে নবী পন্থে চলি প্রভু পাই।
মিলিছ না নিলে তোমার জলীল রবে কারে চাই॥

জাহাঁগীর দর্গাহ সরিপের দারিস্ত পয়ার।

প্রভু সখা মৌলানা মোখলেছর রাহমান।
খ্যাতি জাহাঁগীর সে পীর কুতুব প্রধান॥
বার শ সাতচল্লিশ মঘী তের শত দুই।
হিজুরি বারশত বিরানব্বই বাঙ্গলা পাই॥

দ্বাদশ জিলকায়াদ নয় ভাদ্রই সোমবারে।
নবী পক্ষে গেল প্রভু সঙ্গে মিলিবারে॥
তান পদ প্রাপ্তি পুত্র গৌছ জাহাংগীর।
মোহাম্মদ আবদুল হাই মৌলানা সুপীর॥
তেরশ আটাইশ বা লা বারশ তিরানী।
নবী তেরশ উনচল্লিশ হিজরি জানবাসি॥
ছয় ভাদ্র সতরই জিলহজ্জ সোমবারে।
বিরহ খণ্ডাই গেল প্রভুর দিদারে॥
যেন পিতা তেন পুত্র নবীর মতন।
ত্রিভুবন বিচারিলে পাবেনা এমন॥
পিতার ডান পার্শ্বে পুত্র গৌছের মজার।
সহজে জানিতে লিখি জলীলে পয়ার॥

প্রবাসীর বারমাস।

বিদেশী প্রবাসীরে,
কি বাঁশী বাজাওরে, বাঁশী স্বরে মন পোড়ে।
(বিদেশী প্রবাসীরে) বৈশাখে রবির জোতে জলি
পুড়ি প্রবাসী ভাই জলি পুড়ি প্রবাসী।
দেশে দেশে ভ্রমণ কর কিসের লাগি উদাসী॥
বিদেশী প্রবাসীরে—প্রবাসীরে জাগা না দেয় লোকে

কারি অবিশ্বাস, ভাই লোকে করি অবিশ্বাস।
জাগাদি লাভ বধু লই পিরায় করে সর্ব্বনাশ॥
বিদেশী প্রবাসীরে—জ্যৈষ্ঠ মাস মিষ্ট রস প্রবাসীরে
কে যোগান, ভাই প্রবাসীরে কে যোগান।
গৃহবাসী সবে তারা ঘরে ঘরে করে পান॥
বিদেশী প্রবাসীরে—ডালি দিলাম প্রবাসীরে দুগ্ধ আম
মিষ্টরস, ভাই দুগ্ধ আম মিষ্ট রস।
ডালি সে পাই নিদ্রা জাগাই করিলেন কামে বশ॥
বিদেশী প্রবাসীরে—আষাঢ় মাসে জল ভাসে চলাচল
হয় নৌকায়, ভাই চলাচল হয় নৌকায়।
বিদেশ নিতে প্রবাসীরে পাসন্দারি নৌকা চায়॥
বিদেশী প্রবাসীরে—শুভ জানি নৌকা দিলাম মোরে ধরি
দার টানাই, ভাই মোরে ধরি দার টানাই।
প্রাণ লইলা মধ্য গাঙ্গে নৌকা দিলারে ভাসাই॥
বিদেশী প্রবাসীরে—শ্রাবণ মাসে মেঘাকাশে গর্জ্জে
লোক ঘরে যায়, ভাই গর্জ্জে লোক ঘরে যায়।
বিজুলী ঠাডার পরে প্রবাসীয়ে না ডরায়॥
বিদেশী প্রবাসীরে—প্রবাসী নঙ্গর কর ঢেউয়ে গড়ায়
ভাসা নাও ভাই ঢেউয়ে গড়ায় ভাসা নাও।
পাড়া কুপ্তে পাছা দাবি জলে নৌকা ডুবাই যাও॥
বিদেশী প্রবাসীরে—ভাদ্র মাসে ভুমি চাষে লোকে প্রবাসী
ফিরায় ভাই লোকে প্রবাসী ফিরায়।
প্রদেশ কার কায়মি নহে বিদেশেতে কি উপায়॥

বিদেশী প্রবাসীরে—উপায় চিন্তি উদ্দেশ করি প্রবাসী
কোন পথে যায় ভাই প্রবাসী কোন পথে যায়।
শাশুরী ননন্দি বৈরী, মরি তারার গঞ্জনায়॥
বিদেশী প্রবাসীরে—আশ্বিন মাস কি প্রকাশ দিনের মত
যামিনী ভাই দিনের মত যামিনী।
নাইয়র যাওয়ার লাগি কান্দে রহে কামিনী॥
বিদেশী প্রবাসীরে—প্রবাসী পন্থিক সনে কি পরিচয়
করিলাম ভাই কি পরিচয় করিলাম।
বধু করে টানাটানি কেবা করে ঘরের কাম॥
বিদেশী প্রবাসীরে—কার্ত্তিক মাসে কুবাতাসে জগতের
মন্দ রীত ভাই জগতের মন্দ রীত।
অধার্ম্মিকে খানা খায় ফেলি উয়াসী অতিথ॥
বিদেশী প্রবাসীরে—প্রবাসীর অসম বুঝি কিবা খানা
দিলাম ভাই কিবা খানা দিলাম॥
প্রেম রোষে পারার লোকে জাগায় বদনাম॥
বিদেশী প্রবাসীরে—অগ্রাণ মাসে নানা বেসে সবে
নওয়া নবীন খায় ভাই সবে নওয়া নবীন খায়।
প্রবাসী ঠিকানা না পাই পথে পথে লড়খড়ায়॥
বিদেশী প্রবাসীরে—ধুল মাটিতে নিদ্রা কি হয় ডাকি
দিলাম বিছানা ভাই ডাকি দিলাম বিছানা।
এক বিছানে শুই প্রবাসী নিদ্রা যাইতে দিলানা॥
বিদেশী প্রবাসীরে—পৌষ মাস পুরিতে আশ গৃহস্থি কি
শাসন ভাই গৃহস্থি কি শাসন।
বাড়ী ঘরের চেষ্টা নাই প্রবাসী দুর্গত্যাজন॥

বিদেশী প্রবাসীরে—কাম অযোগ্য ভাবি লোকে চিন্তেনা
প্রবাসীর দুঃখ ভাই চিন্তেনা প্রবাসীর দুঃখ।
দুঃখীরে প্রবাসী ভজি স্বামী মিলাই দিবে সুখ॥
বিদেশী প্রবাসীরে—মাঘ মাস সর্ব্বনাশ পুষ্পবন
পুষ্পমুখ ভাই পুষ্পবন পুষ্পমুখ।
গৃহবাসীর কোথাতে দুঃখ শীতে খায় প্রবাসীর বুক॥
বিদেশী প্রবাসীরে—স্বামী যার কোলে নাই শীতে কম্বল
না মানয় ভাই শীতে কম্বল না মানয়।
নিদানে ঠেকিয়া বধু প্রবাসীরে বুকে লয়॥
বিদেশী প্রবাসীরে—ফাল্গুন মাসে সুবাতাসে আনন্দের
কি উন্নতি ভাই আনন্দের কি উন্নতি।
স্বামী যে প্রবাসী হই প্রবাসে পায় দুর্গতি॥
বিদেশী প্রবাসীরে—ভজি কারণ স্বামী স্থানে প্রবাসীর
ঠিকানা তাই প্রবাসীর ঠিকানা॥
নারাজ কর্‌লে স্বামী জা'নলে মোরে দিবে যন্ত্রনা॥
বিদেশী প্রবাসীরে—চৈত্র মাস ফুল বিকাশ ফুল তুলি
লই প্রবাসী ভাই ফুল তুলি লই প্রবাসী।
হেলি ঢোলি স্বদেশে যায় কিবা করি উদাসী॥
বিদেশী প্রবাসীরে—জাহাঁগীর প্রবাসীর রূপে রম্ভা বধু
যাই ভাই রূপে রম্ভা বধূঁ যাই।
উদ্দেশিলে স্বামী মিলে জলীলের সন্দেহ নাই॥

——:*:——

বিচ্ছেদের বার মাস।

বন্ধুয়ার ঠাই, মোর দুঃখ কহিও বুঝাই।
(যেবা যাও সুজন)

জাহাঁগীর পীরের যোগে প্রেম পন্থে যাই।
বিচ্ছেদের বার মাস (ও ভাই) জলীলে শুনাই॥
বৈশাখ মাসে পুষ্প আশে ভ্রমর গুঞ্জরে।
শুনি রম্ভা বধের ভাবে (ও ভাই) সদায় পরাণ পোড়ে॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে চাতকিনী করি পিউ পিউ।
দ্বিগুণ জ্বালা বাড়াইল (ও ভাই নিত্য জলে জীউ॥
আষাঢ়ে নূতন জলে হংসা হংসি খেলে।
কি রঙ্গ সুখের কালে (ও ভাই) বন্ধু নাই মিলে॥
শ্রাবন মাসেতে শুনি মেঘের গর্জ্জনা।
ঝমকি ঝমকি উঠে (ও ভাই) বিরহ যন্ত্রনা॥
ভাদ্র মাস হয় শেষ বরিষার কাল।
দারুন কর্ম্মে নাছাড়িল (ও ভাই) বিচ্ছেদ জঞ্জাল॥
আশ্বিনে শরৎকালে উজ্জ্বল ভুবন।
পন্থে পন্থে ঘুরি না পাই (ও ভাই) প্রিয়ার দরশন॥
কার্ত্তিক মাস কাল বাতাস মন্দা মন্দা বহে।
বিরহ কঠিন দুঃখ (ও ভাই) শরীরে না সহে॥
অগ্রাণ মাসে নব্য আশে সব আনন্দিত।
বন্ধু বিনে সুখ ভোগ (ও ভাই) হ'ল বিপরীত॥
পৌষ মাস হয় নাশ যত পুষ্পবন।
সুযোগ পাইয়া প্রেমে (ও ভাই) করে জ্বালাতন॥

মাঘ মাসে শীতের জ্বালা ঘোরতর অতি।
বন্ধু বিনে নাই মোর (ও ভাই) অন্য কোন গতি॥
ফাল্গুনে বসন্তে কাম সেনাপতি লইয়া।
উজাগর করিল আসি (ও ভাই) নিবান্ধবের হিয়া॥
চৈত্র মাস হ'ল শেষ বৎসর কি দিবা।
কি দোষে না ঘুচে দুঃখ (ও ভাই) সংবাদ আনিবা॥

দুঃখের বার মাস।

দুঃখ সহন না যায়।
বল সহা কেনে যায়॥
প্রেম জ্বালায় অসুখ প্রায় ব্যাপীত চিন্তায়॥
বৈশাখেতে রবির জ্যোতে টিকন না যায়।
তাতে প্রেমাগুণে ক্ষমা পায়না জ্বালায়॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে রস আশে চাতকিনী ন্যায়
পিউ পিউ করি জীউ বাহির হ'তে চায়॥
আষাঢ়ে বরিষা সব শীতলতা পায়।
বিরহের তাপ বড় কিসে না জুড়ায়॥
শ্রাবন মাস মেঘে আকাশ ঢাকিছে বিধায়।
রবির জ্বালা ক্ষমা দিলা প্রেমে না ডরায়॥
ভাদ্র মাসে রহে চাষে কেবা কারে চায়।
বঁধের কথা হৃদে গাঁথা পাসরা না যায়॥

আশ্বিনেতে চন্দ্র জ্যোতে পিরীতি যোগায়।
সবের উৎসব মোর নাথর দেখিলা কেবায়॥
কার্ত্তিক মাস চিন্তায় বাস গিরানি মাথায়।
ঘরের জ্বালায় পরের জ্বালায় উৎপাত সদায়॥
অগ্রাণেতে নানা মতে শাসি বাসি খায়।
খাব কেনে চিন্তা মনে শক্তি না উজায়॥
পৌষ মাস সর্ব্ব দেশ কাপানিত সায়।
শুখাই কাষ্ঠ হই নষ্ট প্রেম পিপাসায়॥
মাঘের শীতে বাহির হ'তে সাধ্যে না কুলায়॥
বিরহীনি কি তাপিনী শীতে কেলি খায়॥
ফাল্গুনে বসন্তে সব পুলকিত কায়।
বন্ধুয়া কি সঙ্গে থাকি অমিলে কান্দায়॥
চৈত্র মাস পুষ্পে আশ পুরে ভ্রমরায়।
জলীলের জাহাঁগীর বিনে অনুপায়॥

মুর্শিদের বার মাস।

রে, ও মুমিন ভাইরে,

প্রভু নবী গুরু সেবি জলীল ভাবনায়।

জাহাঁগীর মুর্শিদের বার মাস গায়॥

(১)

ফাল্গুন মাসেতে মুর্শিদ বসন্তের বায়।

পুলকিত করে সবে প্রেম উল্লাস পায়॥

প্রেমে মগ্ন হ'য়ে মুর্সিদ মুর্সিদে ভাবয়।

তাহাতে পাইল মুর্সিদ নবীর পরিচয়॥

নবী প্রেমে ডুবি হ'ল নবীর বরণ।

দয়া ধর্ম্মে নীতি কর্ম্মে নবীর চলন॥

হেন দেখি তান পন্থে লোক বেশুমার।

আসিয়া হইল অলী কামেল দিনদার॥

---

(২)

চৈত্র মাসে মুর্শিদ পুষ্প ফুটে কি বাহার।

সুগন্ধি গুণ ছড়াইয়া মোহিল সংসার॥

সুগন্ধি পাই মধুর লাগি আসি অলিকুল।

উড়ি উড়ি ফুলে ব'সে হইয়া ব্যাকুল॥

মধু পান করি ভ্রমর ব'সে বৃক্ষোপরে।
মায়া জালে বন্দি হই উড়িতে নাপারে॥
নানা দেশী নানা জাতি হাজতি বাঞ্ছিত।
আসিয়া ভজিয়া করে মানস পূরিত॥

---

(৩)

বৈশাখ মাসেতে মুর্সিদ আইল গ্রীষ্মকাল।
কি সুন্দর ঠাকুরালী বাড়ায় পত্র ডাল॥
বাড়িল প্রেম কোকিলে গায় কুহু কুহু গীত।
বুঝিতে নাপারে সবে মুর্শিদের চরিত॥
বাঘে আর হরিণে কিবা মিলে এক মাঠে।
যেমন বালকের খেলা ত্রিবেণীর ঘাটে॥
নিত্য স্নান যেবা করে ত্রিবেণীর জলে।
পাপে না লজ্বিবে তারে মানেন সকলে॥

---

(৪)

জৈষ্ঠ মাসে মুর্শিদ রবি কিবা প্রজ্জ্বলিত।
পিউ-পিউ করে চাতক জ্বলি উঠে চিত॥
দুখে মুর্শিদ [illegible] কি হয় হৃদে ভাব সাঙ্গ।
[illegible] পারে মুর্শিদের বিচার॥

সব হ'তে বড় মুর্শিদ বালু হ'তে ক্ষীণ।
ধড়ে কি সুন্দরে আছে সবে নাপায় চিন॥
অমর হবে মরিলেও মুর্শিদ যে পায় চিন।
প্রভুয়ে পদবী তার বাড়ায় দিন দিন॥

---

(৫)

আষাঢ় মাসেতে মুর্শিদ বরিষেন্ত পানি।
রস যোগাইয়া স্বজে নানা দ্রব্য প্রাণি॥
কিবা তন মোহাম্মদি প্রেমে পাই স্থিতি।
তাতে মজি মন মন্সুরা করেন্ত বসতি॥
এভব দেখায় মা বাপের প্রেমে জন্মাই কায়।
মুর্শিদ প্রেমে প্রাণ জন্মাই ত্রিভুবন দেখায়॥
মরে সেব মাতা পিতা মুর্শিদ সেব যাই।
প্রভু প্রেম পাবে তাতে মিলিবে ভালাই॥

---

(৬)

শ্রাবণ মাসেতে মুর্শিদ রবি শশধর।
অসীম বরিষা যোগে মেঘে করে ঘোর॥
জীবনের কিবা আশা সংসার অসার।
মন্সুরা চলিয়া যাইব ধড় হ'বে ছার॥

পরকাল ভাবিয়া মুর্শিদ শাসি প্রেম বাজার।
প্রভু পদে দিল জাগাই লোক বেশুমার॥
প্রেমে ঈমান খরিদ হয় সে অমূল্য ধন।
খরিদ না করিলে হবে নরকে গমন॥

---

(৭)

ভাদ্রল মাসেতে মুর্শিদ শরৎ প্রচার।
দিনমণি রাহুগ্রাসে আঁধার সংসার॥
জিলকদের বার তারিখ সোমবার প্রাতে।
নবী রূপে গেল মুর্শিদ খিয়ার সাক্ষাতে॥
কৈ গেল কৈ গেল মুর্শিদ ফাঁকি দিই আমারে।
আর ত না হবে দেখা সমান সংসারে॥
গাদিতে রাখেন পুত্র গোছ জাহাঁগীর।
পিতা পুত্রের স্বভাব চরিত্র অবয়ব নবীর॥

---

(৮)

আশ্বিন মাসে মুর্শিদ বদন শশী কি নির্ম্মল।
নিশির ন্যায় আঁধার কবর করিল উজ্জ্বল॥
দর্গাহ তান আকাশ কবুল হয় প্রার্থনা।
চক্ষু মেলি চাহ পাবে চাঁদ সূর্য্যের ঠিকানা॥

মাটি পাইছে নির্জ্জাথীলে কিবা স্বর্গস্থান।
যেই মাগে সেই পায় শান্ত হয় পরাণ ॥
প্রভুর কিবা আর্শ তান জ্যোতির্ম্ময় কবর।
যাও, ভালবাসায় প্রভু পাবে কি সুন্দর ॥

---

(৯)

কার্ত্তিক মাসেতে মুর্শিদ সুকাণ্ডারী বিনা ;
হেমন্ত বায় নৌকা ডুবায় রক্ষা ত মিলেনা ॥
অকূল সিন্ধুর পানী তাতে তুই ধায়।
চলিলে সামালি দোহ মহিমা অপার ॥
ভাঙ্গা নৌকায় পানী সেই মাঝি আবশ্যক।
আমারে পার হবে, হও মুর্শিদের সেবক ॥

---

(১০)

অগ্রাণ মাসেতে মুর্শিদ নয়া নবীন থায়।
চকোরে অমিয়া ভাবি চন্দ্রিমা তাকায় ॥
দেশে দেশে পথে ঘাটে ভ্রমিলাম বিশেষ।
কোন পন্থে গেল মুর্শিদ পাইনা উদ্দেশ ॥
নাছুত, মলকুত, জবরুত, লাহুত মাঝার।
দমে দমে ভ্রমিলে পায় মুর্শিদের দিদার ॥

রোপোষ হইলা মুর্শিদ জ্বালি প্রেমানল।
জ্ঞান, ধ্যান, বল, বুদ্ধি হারাই সকল ॥

---

(১১)

পৌষ মাসে মুর্শিদ করে কৃষির শাসনা।
কৃষি বিনে দুঃখী ধনি কেহ বাঁচিবেনা ॥
এই ভব পরকালের কৃষির জায়গা হয়।
সব কাছে সেই কৃষির অঙ্কুর না মিলয় ॥
জাহাঁগীরি সুন্দরবারে সব মিলে দান।
গেলে পাবে যাইতে না হবে অন্য স্থান ॥
কুতুবের কুতুব তিনি কাবার সে কাবা।
বাঞ্ছা সাধে বহু লোক ওরছে দেখিবা ॥

---

(১২)

মাঘ মাসে মুর্শিদ কিবা শীতের তাড়না।
জাগিয়া জাগিয়া উঠে মুর্শিদের ভাবনা ॥
সপ্ত পিরাণ পরি মুর্শিদ হইয়া রঙ্গীন।
প্রেম হস্তে সংসারেতে কিবা করল ভিন ॥
সপ্ত পিরাণ সপ্ত পর্দা করিয়া কিনার।
মিল মিলনেতে হবে আনন্দ অপার ॥

মম গৌছ মুর্শিদের মুর্শিদ জাহাঁগীর।
আছে নাকি আর হেন নায়েব নবীর ॥

সমাপ্ত।

নবী ও আওলিয়াগণের লোকান্তরি ওরছ এবং চাঁদের নহুছ আকবরের তারিখ।

ওরাছির নবী ও আউলিয়ার নাম	ওরছের তাং	নহুছের তাং
নবী মোহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলায়হে অছল্লম।	১২ই রবিয়ল আঃ	৮ ও ১০
হজরত সেখ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)	১১ই রবি-উচ্ছানি	১ ও ১২
হজরত নেজামুদ্দিন আউলিয়া	১৮ই ,,	
,, মোহাম্মদ সরফুদ্দিন	১৯শে জমাদিয়ল আউয়ল।	২ ও ১১
,, আহমদ আবদুল হক রেদৌলবী।	১৪ই জমাদি উচ্ছানি	২ ও ৪
,, খাজা মুইনুদ্দিন চিস্তী (রাঃ)	৬ই রজব	১১ ও ১২
,, হাছন দোস্ত ফরহতুল্লা (রাঃ)	১০ই শাবান	৪ ও ৬
,, ছোলতান বায়েজিদ বোস্তামী	১১ই ,,	
,, আলী মোরতজা (রাঃ)	১৭ই রমজান	৩ ও ৮
,, খাজা ওছমান হারুণ চিস্তী	৬ই শওয়াল	৮ ও ২০

ওরছিয় নবী ও আউলিয়ার নাম	ওরছের তাং	নহুছের তাং
,, ছৈয়দ এমদাদ আলী (রাঃ)	৬ই জিলকদ	২ ও ৩
,, শাঃ জাহাঁগীর মোখলেছর-রাহমান সেখুল আরেফিন	১২ই ,,	
,, শাঃ আমানত উল্লা (রাঃ)	১লা জিলহজ	৬ ও ২০
,, শাঃ গৌছ জাহাঁগীর মোহাং আবদুল হাই (রাঃ)	১৭ই ,,	
,, ইমাম হাছন (রাঃ)	৭ই মহরম	৪ ও ১১
ইমাম হোছায়েন ,,	১০ই ,,	
,, মীর আবুল উলা (রাঃ)	৯ই ছফর	১ ও ২০

এবং এই চাঁদের শেষ বুধবার।